৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ৪ কার্তিক – ১০ কার্তিক, ১৪২৯ ঃ ২২ অক্টোবর – ২৮ অক্টোবর, ২০২২

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 2, 22 October - 28 October, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ছুটি

আগামী কালীপুজো, দীপাবলী ও ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকায় আগামী ২৯ অক্টোবর ২০২২–এ পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ থাকবে। পুনরায় পত্রিকা প্রকাশিত হবে ৫ নভেম্বর ২০২২ থেকে। সকলকে শুভ দীপাবলীর আগাম শুভেচ্ছা।

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

দিনগুলি মোর...

সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : গঙ্গা পিতুরি লেনের ভয়াবহ স্মৃতি ফিরিয়ে আনল

বৌবাজার স্ট্রিট এবং মদন দত্ত লেনের সংযোগস্থল। চলতি মেট্রো রেলের সুড়ঙ্গে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা জল ভিতের মাটি আলগা করে ফাটল ধরাল ১০টি বাড়িতে।

রবিবার : জন্মের পরে শিশুর বার্থ সার্টিফিকেটের সঙ্গে আধার

নাথভুক্তির কাজ শুরু হয়ে গেল ১৬টি রাজ্যে। কয়েক মাসের মধ্যে এই একই প্রক্রিয়া শুরু করবে পশ্চিমবঙ্গ সহ বাকি রাজ্য গুলি। শিশুর ছবি ঠিকানা বাবা মায়ের আধার নম্বর এবং আঙুলের ছাপের ভিত্তিতে তৈরি হবে আধার কার্ড।

সোমবার : সবুজ বাজির যোগানের অভাবে কলকাতা শহরের

বাজির সবচেয়ে বড় বাজার এবার আর বসবে না শহিদ মিনার চত্বরে। অন্য কোথাও বাজার সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত নিল বড়বাজার 'ফায়ার ওয়ার্কস ডিলার অ্যাসোসিয়েশন'। ২০০৭ থেকে ২০১৭ শহিদ মিনারেই বসেছিল বাজি বাজার।

মঙ্গলবার : নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের

সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যকে এই কাণ্ডের কিং পিন বা পাণ্ডা বলে সুপ্রিম কোর্টে হলফ নামা জমা দিল 'ইডি'। তল্লাশিতে উদ্ধার হওয়া নথি থেকে উঠে আসছে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে মাথা পিছু ৭ লক্ষ টাকা করে নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে মানিকের বিরুদ্ধে।

বুধবার : ২০১৪ সালের টেট পাস চাকরি প্রার্থীরা করুণাময়ীতে

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অফিসের সামনে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল। এবার শুরু হলো সকাল থেকে নির্জলা অনশন। রাস্তায় সাদা চাদর গায়ে দিয়ে মৃত দেহের মতো শুয়ে রইলেন চাকরি প্রার্থীরা।

বৃহস্পতিবার : অবশেষে ফল বেরোল কংগ্রেসের সভাপতি

নির্বাচনের। প্রত্যাশিত ভাবে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর শশী তারুরকে হারিয়ে বিপুল ভোটে জয় পেলেন মল্লিকার্জুন খড়্গে। ২৪ বছর পর গান্ধী পরিবারের বাইরে থাকা কোনও নেতা কংগ্রেসের সভাপতি পদে বসলেন।

শুক্রবার : করোনা আতঙ্কের স্মৃতি বিলীন হতে না হতেই রাজ্যে

মহামারীর আকার ধারণ করতে চলেছে ডেঙ্গু। শেষ ২৪ ঘন্টায় ডেঙ্গিতে মারা গেলেন ৩ জন। এক সপ্তাহে নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা ৬,৬৮০ জন। মোট সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৬,৭৪৩ জন। যা ২০১৯কে ছাড়িয়ে রেকর্ড গড়লো।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ত্রিস্তর নির্বাচনের রোস্টার প্রকাশ হতেই শাসকদলের নেতারা টিকিট 'কনফার্ম' করতে মরিয়া

প্রিয় মিত্র

১৯ অক্টোবর ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের সরকারি ভাবে রোস্টার প্রকাশিত হয়েছে। গোটা রাজ্য জুড়েই শাসক দলের নেতা–নেত্রীদের মোবাইলে যে যার এলাকার রোস্টারের পিডিএফ পৌঁছে গেছে। বুথে, সমিতিতে এবং জেলা পরিষদে কোন ক্যাটাগরির প্রার্থী হবে, তা খুঁটিয়ে দেখে নেতা–নেত্রীরা প্ল্যান করছেন কোথায় দাঁড়াবেন। অনেক নেতা উর্ধ্বতন নেতা–মন্ত্রীর কাছে ছুটছেন তাদের নামটা সুপারিশ করার জন্য। শাসক দলের নেতাদের ধারণা ভোটে লড়াইটা বড় কথা নয়। আসল লড়াই হলো টিকিট কনফার্ম করা। কারণ অধিকাংশ নেতারা ভাবছেন পঞ্চায়েত ভোট এবারও প্রহসনে পরিণত হতে পারে। তাই টিকিট কনফার্ম হলেই কেল্লা ফতে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জয়লাভ হয়ে যাবে। এক নেতা জানালেন, ভোটে তো

এমন ছবি কি এবারও দেখতে হবে? –ফাইল চিত্র

দেওয়াল লেখা প্রচার করার খরচ করতে হবে না। টিকিট কনফার্ম করার জন্য খরচ করতে আপত্তি নেই। যদিও শাসক দলের উপর তলার নেতারা বলছেন ভোটে দাঁড়াবার জন্য কাউকে ধরাধরি করতে হবে না, দল ঠিক যোগ্য লোককে খুঁজে নেবে। যদিও বিরোধী দল বিজেপি সহ সিপিএম, কংগ্রেস, এসইউসিআই নেতাদের দাবি তৃণমূল যদি মনে করে ২০১৮ সালের পদ্ধতিতে ভোট করবে তাহলে ভুল ভাবছে। এবার বিরোধী শিবির ঐক্যবদ্ধ ভাবে মনোনয়ন করতে না দিলে তীব্র ও চরম প্রতিবাদের পথে যাবে। বিজেপির এক নেতা বলেন, মনোনয়ন আমরা জমা দেবই। প্রত্যাহার করব না। তাতে যদি গুলি খেয়ে মরতে হয় মরব।

অন্যদিকে আদি তৃণমূলের কয়েকজন নেতার দাবি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন হওয়া উচিত। এত পড়াশোনা করলাম পরীক্ষা না দিয়েই পাশ করে যাবো? সরকারি এত পরিষেবা দিয়ে তাহলে লাভ কি? জনগণ আমাদের কি চোখে দেখে, তার জন্য গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচন অবশ্যই দরকার।

২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসক দলের সন্ত্রাস দেখেছিল বাংলা। পরে দেখা গেছে যে সব প্রতিনিধি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছিল জনগণের প্রতি ছিল না তাদের কোনও দায়বদ্ধতা। বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দের কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন বহু জনপ্রতিনিধি এমনকি ফেরত দিতে হয়েছে টাকাও। লোভ থেকে বাদ যায়নি ত্রাণও। সব দেখে শুনে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভুল শিকার করেছিল শাসক দল। কিন্তু নীচুতলার নেতাদের বিশ্বাস এবারও হবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন, দাঁড়ালেই হবে জিত। সত্যি এমন হলে বাংলার সলিল সমাধি হতে বেশি সময় লাগবে না।

ভাঙনে রায়পুরের বাজার তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা

কুনাল মালিক

রায়পুর

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ডি–রায়পুর অঞ্চলের হুগলি নদী তীরবর্তী চারশ দোকান সহ গোটা বাজার নদীর ভাঙনে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় প্রহর গুনছে। যশের তাণ্ডবে এখানে নদীবাঁধে ভাঙন ধরেছিল। কাশীপুর, আলমপুর, ডি রায়পুর, গজাপোয়ালী ও বুড়ুল পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ১০ কিলোমিটার নদী বাঁধের অবস্থা ভালো নয়। কালীপুজোর সময় অমাবস্যার কোটাল ও সিত্রং ঘূর্ণিঝড়ের জোড়া তাণ্ডব চলে তাহলে এই এলাকায় প্রবল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। স্থানীয় মানুষ জনের ক্ষোভ যখনই নদীর বাঁধে ভাঙন হয় তখন প্রশাসন নড়ে চড়ে বসে। কোনোরকমে মেরামত করা হয়। কিছুদিন পরই আবার জোয়ারের জলে সব ভেঙে যায়। কয়েকটা স্লুইস গেট ছাড়া স্থায়ী কিছু হয়নি। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী এই প্রসঙ্গে বলেন, বজবজের বিধায়ক অশোক দেবের মাধ্যমে সেচমন্ত্রীকে চিঠি করা হয়েছে।

১০ কিলোমিটার নদীর বাঁধ কংক্রিটের করা সময় সাপেক্ষ

ব্যাপার। তবে শীতকালে ভালো করে কাজ হবে। ডি রায়পুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাজকুমার পরামানিক এই প্রসঙ্গে বলেন, এলাকার মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন। নতুন করে নদী বাঁধে ফাটল দেখা গেছে। অমাবস্যার কোটালে কি হবে জানি না। নদী তীরবর্তী স্থানের অনেক বাসিন্দা এখন অন্যত্র উঠে যাওয়ার জন্য চিন্তাভাবনা করছেন। এলাকার মানুষের দাবি খুব তাড়াতাড়ি প্রশাসনকে নদী বাঁধ মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে।

কালীপুজোয় ঘূর্ণিঝড়ের জেরে প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর জানিয়ে দিল ঘূর্ণিঝড় সিত্রং এর অভিমুখ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের দিকেই। যদিও যখন এই খবর লিখছি অর্থাৎ শুক্রবার দিনের বেলায় রৌদ্র ঝলমল আবহাওয়া দেখে মনেই হচ্ছে না সোমবার ও মঙ্গলবার ঘূর্ণিঝড় 'সিত্রং' কতটা ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলতে পারে। বৃহস্পতিবার আন্দামান সাগর ও সংলগ্ন পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপর একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। আগামী শনি ও রবিবার যা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা। সোমবার জন্ম নেবে ঘূর্ণিঝড় সিত্রং। এই ঝড়ের নামকরণ করেছে থাইল্যান্ড। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের

সুন্দরবন ও বাংলাদেশের মাঝামাঝি আছড়ে পড়ার আশঙ্কা ঘূর্ণিঝড়টির। সোমবার ও মঙ্গলবার কালীপুজোর সময় দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে হালকা ও মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে বলে আবহাওয়া দফতরের অনুমান। উপকূলবর্তী দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে। ৮০–৯০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। কালীপুজোর সময় অমাবস্যা থাকায় জোয়ারের জলও বাড়বে। কোটালে জোয়ারের সঙ্গে ভারী বৃষ্টি হলে অনেক এলাকা জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। বিভিন্ন এলাকায় নদী বাঁধের ক্ষতি হতে পারে।

এরপর পাঁচের পাতায়

পুলিশি অভিযানে আড়াই কুইন্টাল নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার

কল্যাণ রায়চৌধুরী

কালী পুজোর আগে নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধারে রাজ্য জুড়ে চলছে পুলিশি অভিযান। এই পুলিশি অভিযানে উত্তর চব্বিশ পরগণার একাধিক জায়গা থেকে নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার করল পুলিশ। বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ সল্টলেকের ইসি মার্কেট এলাকায় একটি গাড়ি থেকে মাল নামানোর সময় টহলরত পুলিশের সন্দেহ হয়। তারা গাড়িটিকে ঘেরাও করে তল্লাশি চালায়। পুলিশি তল্লাশিতে ১১৫ কেজি নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার হয়। গাড়ি থেকে যে বাক্সগুলি নামানো হচ্ছিল সেই বাক্সগুলিতেই ছিল নিষিদ্ধ শব্দবাজি। এই ঘটনায় নিমতার বাসিন্দা শুভাশিষ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে তাকে বিধাননগর আদালতে তোলা হয়।

এরকমই আর এক পুলিশি অভিযানে উত্তর চব্বিশ পরগনার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী স্বরূপনগরে উদ্ধার হল প্রায় এক কুইন্টাল নিষিদ্ধ শব্দবাজি। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, স্বরূপনগর–বসিরহাট রোডের হরিশপুর মোড়ে প্রকাশ্য দিবালোকে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রি করছিল স্থানীয় উত্তম অধিকারী নামের এক বিক্রেতা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে স্বরূপনগর থানার ওসি প্রতাপ মোদকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বাহিনী অভিযান চালিয়ে ৮০ কেজি নিষিদ্ধ শব্দবাজি সহ সেই বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করে। প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা বাজার মূল্যের শব্দবাজিগুলি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। পরে ধৃতকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে মোড়েও শুরু হয়েছে

তল্লাশি। চলছে নাকা চেকিং। কলকাতার বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে বসেছে পুলিশ পিকেট। দক্ষিণ ২৪ পরগনার চম্পাহাটি হলো বাজি ব্যবসায়ীদের এলাকা। চম্পাহাটি, হাড়াল সহ বাজি বাজারগুলির সামনেও চলছে ব্যাপক পুলিশি ধড়পাকড়। শব্দবাজি উদ্ধারে কড়া নির্দেশ পালন করতে চারিদিকে নেমে পড়েছে পুলিশ। অবশ্য এতো কড়াকড়ি সত্ত্বেও মাঝে মধ্যেই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ফাটছে শব্দবাজিও। যদিও ৯০ ডেসিবেলের ওপর শব্দবাজি তৈরি ও বিক্রিতে বেশ কয়েক বছর ধরে কড়াকড়ি চালানোর পর আজ পরিস্থিতি অনেকটাই উন্নত হয়েছে। তবুও চোরাগোপ্তা শব্দবাজি বানানোর প্রক্রিয়াও চলছে কোথাও কোথাও।

তবে ধড়পাকড়ের নামে পুলিশের অতি তৎপরতাকে কাঠগড়ায় তুলেছে বাজি ব্যবসায়ীরা। চম্পাহাটি থেকে আমাদের প্রতিনিধি সুব্রত মণ্ডল জানাচ্ছেন, সেখানে পাইকারি দামে ছোটখাটো পাড়ার ব্যবসায়ীরা বাজি কিনতে এসে চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন। শব্দবাজি ছাড়াও তিন–চার হাজার টাকার বাজি কিনলে পুলিশ জরিমানা করছে দেড়হাজার এমনকি ছোটখাটো ক্রেতারাও ছাড় পাচ্ছেন না। এরপর পাঁচের পাতায়

তৃণমূল ছাড়ার হিড়িক

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের অন্তর্গত খয়রাশোল এ মন্ডলের জামরান্দা গ্রামে বিজয়া সম্মেলনী শেষে পঞ্চাশজন কার্যকর্তা তৃণমূল ছেড়ে

বীরভূম

বিজেপিতে যোগদান করে পনেরো অক্টোবর সন্ধ্যায়। তাদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন স্থানীয় বিধায়ক অনুপ সাহা। ১৬ অক্টোবর পাইকর কংগ্রেস কার্যালয়ে মিত্রপুর গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্য বাবুল আক্তার ওরফে আপেল সহ দেড়শোজন তৃণমূল কর্মী সমর্থক তৃণমূল ছেড়ে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে। তাদের হাতে কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন সহসভাপতি আসিফ ইকবাল রাসেল। খয়রাশোল ব্লকে বিজয়া সম্মেলনী শেষে ময়নাডাল ও পাইগড়া গ্রামের দুইশোজন কর্মী সমর্থক তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলো সাতেরো অক্টোবর। এরপর পাঁচের পাতায়

সাগর মেলায় বাড়বে পুণ্যার্থী

জেলা প্রশাসনে তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত দু বছর করোনা মহামারীর জেরে নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে সাগর মেলায় পুণ্যার্থীদের আসার ব্যাপারে হাইকোর্ট পদক্ষেপ নিয়েছিল। সে কারণে সারা দেশ থেকে যে হারে আগে পুণ্যার্থীরা আসতেন সেভাবে গত বছর আসেননি।

তবে এই বছর করোনার সেরকম আর প্রভাব নেই। তাই দঃ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন অনুমান করছে এ বছর রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগর মেলায় আসবেন। গত বুধবার দঃ ২৪ পরগনার জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা গঙ্গাসাগর দ্বীপে আসেন

গঙ্গা সাগরে মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখছেন জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা। –নিজস্ব চিত্র

সরেজমিনে সমস্ত কিছু দেখতে। তাঁর সঙ্গে জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর, সেচ দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরের উর্দ্ধতন আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। জেলা শাসক ভাঙন কবলিত মেলা প্রাঙ্গণের ২থেকে ৪ নম্বর রাস্তা গুলি ঘুরে দেখেন। নির্মিয়মান হেলিপ্যাডটিও পরিদর্শন করেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে পুণ্যার্থীদের রাখার জন্য এবার পর্যাপ্ত যাত্রীশেড করা হবে। অন্যান্য পরিষেবাও বাড়বে।

ভুত অমাবস্যার রাতে জেগে উঠে দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শ্মশান

অর্ঘ্য রায়

দক্ষিণ ২৪ পরগনার আঁকে বাঁকে ছড়িয়ে রয়েছে নানা অজানা ইতিহাস। যা আজও স্বমহিমায় জীবন্ত। যার ধারা এখনো বহন করে চলেছে বর্তমান প্রজন্ম। এমনই অদ্ভুত পুজোর ইতি তন্ত্র–মন্ত্র সাধনার সমাহার এখনো দেখা যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দির বাজারের বিষ্ণুপুর মহাশ্মশানে। আদি গঙ্গার পারের এই শ্মশান লাগোয়া কালী মন্দির যা কালীপূজার রাতে জাগিয়ে রাখে গোটা বিষ্ণুপুরকে। তন্ত্রসাধনা, শবসাধনা, কালের ঘষা লেগে সেসব লোককথা হয়ে গেলেও, বিষ্ণুপুর মহাশ্মশানের এই একটি রাত আজও সাবেকিয়ানার সঙ্গে বেঁধে রেখেছে এলাকার মানুষকে। শত শত বছর আগে দলে দলে এখানে ভিড় করতেন তান্ত্রিক এবং সাধকরা। চলত শাবসাধনাও। এমনকি নরমুণ্ড নিবেদন করে দেবীর উপাসনার কথাও শোনা যায় লোকমুখে। বর্তমানে সেসবের চলন না থাকলেও, আজও কালীপুজোর রাতে ভরা অমাবস্যায় বিষ্ণুপুর শ্মশানে ঢুকলে গা ছমছম করে, অস্বস্তি বোধ করেন অনেকেই।

জানা যায় প্রায় ৩০০ বছর আগে এই শ্মশান লাগোয়া জঙ্গলে, টালির চালের মন্দির বানিয়ে কালীপুজো শুরু করেছিলেন তান্ত্রিক মণিলাল চক্রবর্তী। কথিত রয়েছে, তন্ত্রসাধনায় দীক্ষিত হয়ে এই শ্মশানে সাধনা শুরু করেন ব্রাহ্মণ যুবক মণিলাল। স্বপ্নাদেশ পেয়ে দেবীর পুজো আরাধনা শুরু করেন। তখন বছরে একবারই পুজো হত। পরে স্বপ্নে দেবী নিত্যপুজোর ইচ্ছা প্রকাশ করলে গড়ে তোলা হয় মন্দির। দেবীমূর্তিকে বেষ্টন করে সাজানো হত ১০৮ টি মরা মানুষের খুলি। দেবীর সামনে রাখা হত পঞ্চমুন্ডির আসন। প্রচলিত ছিল বলি প্রথা।

দেবীর উদ্দেশে ওই ১০৮ টি নরমুণ্ড উৎসর্গ করে মা কালীর উপাসনা করতেন মণিলাল । সেই থেকে বিষ্ণুপুর শ্মশানে পূজিতা হয়ে আসছেন করুণাময়ী মা কালী। শ্যামাকালী পুজোর দিন আজও হাজার হাজার মানুষ সেখানে ভিড় করেন। তবে আজও তন্ত্রমতে দেবীর পুজো হলেও, বিষ্ণুপুর শ্মশানে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ বলি । বরং কালীপুজোর দিন মদ, কাঁচা

মাংস এবং ছোলা নিবেদন করা হয় ডাকিনী–যোগিনীর উদ্দেশ্যে, থাকে শিয়াল ভোগও। তবে স্থানীয়রা বলেন, কালীপুজোর রাতে আজও শ্মশান জাগানোর খেলায় মেতে ওঠেন সেবায়েতরা।

মণিলাল চক্রবর্তী মারা গিয়েছেন অনেক আগেই। তাঁর মৃত্যুর পর ভাই ফণীভূষণ চক্রবর্তী মন্দিরের সেবায়েত নিযুক্ত হন । বর্তমানে মণিলালের ছেলে শ্যামল চক্রবর্তী মন্দিরের সেবায়েতের দায়িত্বে। সত্তরোর্ধ্ব শ্যামলবাবুই এখন মন্দিরের প্রধান সেবায়েত। তিনি বলেন, ''বাবার মৃত্যুর পর কাকা ফণীভূষণ চক্রবর্তীর কাছে তন্ত্রের শিক্ষা নিতে থাকি। তাঁর হাত ধরেই গুপ্তবিদ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু । পরে করুণীময়ী মন্দিরে নিত্য পুজ শুরু করি। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এখনো তাদের নানা সমস্যা নিয়ে মায়ের কাছে আসেন এবং তাদের সমস্যার সমাধানও হয়।''

কালীপুজোর আগে এই মুহূর্তে তুমুল ব্যস্ততা তাঁদের। মন্দির দালানে নতুন রংয়ের প্রলেপ পড়ে গিয়েছে। ঝাড়াই মোছাই করে নরমুন্ডগুলো সাজিয়ে রাখছেন শ্যামল বাবু। ভূত অমাবস্যার রাতে হাজারো ভক্ত সমাগমে ও তন্ত্র–মন্ত্রের উচ্চারণে জেগে উঠবে এই মহাশ্মশান। চক্রবর্তী পরিবারের সদস্যরা সবাই যে যেখানে থাকেন পুজোর এই দিন চলে আসেন তাদের আদি বাসভূমিতে। তারাও তাদের পূর্বপুরুষের এই প্রথাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে বদ্ধপরিকর। এছাড়া দূরদূরান্ত থেকে আজও বহু মানুষ তাদের নানা সমস্যা নিয়ে কালী পূজার দিন চলে আসেন এই মন্দিরে এবং মায়ের আরাধনায় ব্রতী হন।

Alipur Barta: 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 2, 22 October - 28 October, 2022

উত্তরের আঙিনায়

অমর স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িতে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রয়াত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী অমর সিনহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হল। প্রথমে এক মিনিট নীরবতা পালন করে তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ এবং চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। পরে তাঁর ছবিতে মাল্যদান করেন একে একে আসা তৃণমূল নেতা এবং কর্মীরা। জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ জানান একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে অমর সিনহাকে মনে রাখবে তৃণমূল কংগ্রেস। তার অবদান দলের জন্য ভোলবার নয়। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন দলের জন্য চিন্তা করে গেছেন। একদিকে নেতা এবং অন্যদিকে একজন সাধারন কর্মী হিসাবেও তিনি দলের জন্য কাজ করে গেছেন শেষ পযর্ন্ত। চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী জানান অমর সিনহা শুধুমাত্র একজন ভাল নেতা বা কর্মীই ছিলেন না তিনি একজন ভালো মানুষও ছিলেন। বহু সমাজসেবামূলক কাজের মধ্যে তিনি জাতি ছিলেন। তার মৃত্যুত দলের অপুরনীয় ক্ষতি হল।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি লায়নস্ ক্লাবের উদ্যোগে একদিন ব্যাপী এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং ২৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলার যতন সাহার উদ্যোগে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন। মোট একশোজন এই শিবিরে রক্ত দেন। পরে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার জানান আমরা একটা প্রচণ্ড কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছি। শিলিগুড়িতে ডেঙ্গুকে নিয়ে মানুষ আতঙ্কের মধ্যে কাটাচ্ছেন। এর মধ্যে শিলিগুড়িতে রক্তের প্রয়োজন বেড়ে গেছে অনেকটাই। তাই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা অত্যন্ত জরুরী। শিলিগুড়িতে বেশ কিছু ওয়ার্ডে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হবে। এদিন রক্তদাতাদের হাতে ফল এবং মিষ্টি তুলে দেওয়া হয় লায়নস ক্লাবের তরফ থেকে।

মালবাজারের উদ্ধারকারীদের চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বিজয়া দশমীর দিনে হড়পা বানে নিহত হয়েছিলেন আটজন এবং আহত হয়েছিলেন প্রায় পঞ্চাশ জন। সেই পঞ্চাশ জনকে জীবনের ঝুকি নিয়ে বাঁচিয়ে নিয়ে যান সাত জন স্থানীয় বাসিন্দা। আজ সেই সাত জনের চাকরির কথা ঘোষনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তিনি জানান এই সাত জন যে কাজ করেছেন তার জন্য কোন প্রশংশাই যথেষ্ট নয়। জীবনের মুল্য কোন কিছুর সাথেই হয় না।ওরা যা করেছে তার জন্য তার সমতুল্য কিছু ওদের দেওয়া উচিত। মুখ্যমন্ত্রী এরপরে অরুপ বিশ্বাসকে ডেকে ওদের চাকরির ব্যাপারে কথা বলেন। এরপরে মুখ্যমন্ত্রী তাদের চাকরির কথা ঘোষনা করে জানান যার যা শিক্ষাগত যোগ্যতা সেই অনুযায়ী সে চাকরি পাবে। তবে সেটা স্থায়ী চাকরি হবে। ওদের জন্য আমার তরফ থেকে অনেক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা রইল। ওদের ভবিষ্যত জীবনে অনেক অনেক সাফল্য কামনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষনার পরে গোটা এলাকার মানুষ হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রীকে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষনার পরে আনন্দে ফেটে পড়েন উদ্ধারকারী ৫ জন যুবক এবং তার পরিবারের মানুষ। তারা জানান তারা খুশী মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে, সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবেন তাঁর কাছে।

কর্মখালি

খবরের কাগজ সাজানোর কাজ জানা অভিজ্ঞ অপারেটর প্রয়োজন। দক্ষিন কলকাতার প্রার্থী অগ্রগণ্য।
যোগাযোগ : ৯৮০৪৪৫৪৬১৫

উদয় সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি পুরসভাতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে দেখা করে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে অনেকক্ষন কথা বলেন। দুজনে শিলিগুড়ির উন্নয়ন নিয়েও কথা বলেছেন বলে সূত্রের খবর। উদয়ন জানান, উত্তরবঙ্গের মধ্যে শিলিগুড়ি অন্যতম প্রধান শহর।তাই শিলিগুড়িকে আরো আধুনিক করে তুলতে মেয়রের সঙ্গে কথা হল। মেয়র আমাকে সবরকম সহযোগীতার কথা জানান। আমি সব ধরনের চেষ্টা করবো যাতে শিলিগুড়ির উন্নতি করতে পারা যায়। এদিন মন্ত্রী গোটা পুরসভার ঘরগুলি ঘুরে দেখেন।

ছট ঘাট পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন শ্রী শ্রী ছট্ পুজো সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করতে তথা ছট্ ব্রতীদের পুজো ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পুর নিগমের বোরো চেয়ারম্যান, সচিব, বাস্তুকার বৃন্দ, জঞ্জাল অপসারণ বিভাগ ও বিদ্যুৎ বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে ৪৩ এবং ৪৪ নং ওয়ার্ডের সমস্ত ছট্ ঘাট সরজমিনে পরিদর্শন করলেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি এদিন সকালেই চলে যান ছট্ঘাটে এবং গোটা এলাকা ঘুরে দেখেন। এম আই সি দের সঙ্গে নিয়ে। তিনি পরে জানান আমরা ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে লড়াই করব আবার প্রত্যেক পুজোতেও আনন্দ করব। তবে আমাদের সবাইকে এক হয়ে চলতে হবে। যার যেটা কাজ তাকে সেটাই করতে হবে। আর সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। তবেই আমাদের সাফল্য আসবে।

সামনের দুয়ারে মিটবে বঞ্চনা
উঃ বঙ্গে আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : দলমত নির্বিশেষে মানুষের পাশে থাকুন। মানুষের জন্য কাজ করুন। শিলিগুড়ির কাওয়াখালিতে ঠিক এমনটাই নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। কাওয়াখালিতে তিনি জানান এতদিন আমাদের পিছনে অনেকে ছিল এবারে সিবিআই এবং ইডি লেগে আছে।আমাদের একমাত্র কাজ হল মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়া। পাহাড় এবং সমতল সবাইকে একসাথে হাত মিলিয়ে কাজ করে যেতে হবে বলে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষভাবে তিনি শান্তা ছেত্রীকে নির্দেশ দেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান আগামী নভেম্বর থেকে আরম্ভ হবে দুয়ারে সরকার আর চলবে ডিসেম্বর পর্যন্ত। যারা যারা আবেদন করেও টাকা পাচ্ছেন না তারা এবারে টাকা পাবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরো জানান এবারে আগামী পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ অনেকেই। যাদের মধ্যে ইডি এবং সিবিআই আছে। বাংলার সাথে অনেক অন্যায় করা হচ্ছে। এবার বাংলা তার জবাব দেবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরো জানান অনেকেই প্রকল্পের টাকা পাচ্ছেন না বলে খবর আসছে তার কাছে,এবারে তারা ঠিকমত টাকা পাবেন। উত্তরবঙ্গের নেতৃত্বকে নিজেদের মধ্যে তিক্ততা ভুলে কাজ করবার নির্দেশ দেন তিনি। আগামীতে বেকারেরা পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকেই কাজ করতে পারবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। আগামী দিনে বাংলাতে শুধুমাত্র বাংলার ছেলেমেয়েরাই কাজ পাবেন। শুধুমাত্র তাই নয় বাইরে থেকেও ছেলেমেয়েরা কাজের জন্য বাংলায় আসবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। যারা যোগ্য তারাই বাংলাতে কাজ পাবেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান দুয়ারে রেশন এখনো চলবে হাইকোর্ট বললেও আরো কিছুদিন চলবে। মানুষের জন্যই এই প্রকল্প। আর মানুষ সুবিধা পান তা তিনি চান। মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরো জানান বাংলার মানুষ চিরকাল লড়াই করে গেছেন তা যে পথই হোক না কেন।তাই তিনি বাংলা এবং বাঙালির জন্য চিরটাকাল লড়াই করে যাবেন বলে জানান।

ব্যাঙ্ক অব বরোদায় ৩৪৪ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিনিয়র রিলেশনশিপ ম্যানেজার এবং ই-ওয়েলথ রিলেশনশিপ ম্যানেজার পদে ৩৪৪ জনকে নেবে ব্যাঙ্ক অব বরোদা। প্রাথমিক ভাবে নিয়োগ করা হবে পাঁচ বছরের চুক্তিতে। প্রয়োজন অনুসারে মেয়াদ বাড়ানো হতে পারে।

শূন্যপদের বিবরণ : সিনিয়র রিলেশনশিপ ম্যানেজার : ৩২০টি (সাধারণ ১৩২, তফসিলি জাতি ৪৭, তফসিলি উপজাতি ২৩, ওবিসি ৮৬, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ৩১)। এর মধ্যে ৩টি করে শূন্যপদ দৃষ্টি, শ্রবণ, অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং বৌধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত হবে। নিয়োগ করা হবে এই সব শহরে (বন্ধনীতে শূন্যপদ)। কলকাতা (২৫), আমেদাবাদ (২৪), আনন্দ (৭), বেঙ্গালুরু (৩২), ভোপাল (৪), চণ্ডিগড় (৭), চেন্নাই (১৮), কোয়েম্বাটুর (৭), গুড়গাঁও (৪), হায়দরাবাদ (১২), জলন্ধর (২), যোধপুর (৪), কানপুর (৪), লখনউ (৩), লুধিয়ানা (২), ম্যাঙ্গালোর (৪), মুম্বই (৩৪), নাগপুর (৫), নয়াদিল্লি (৩৫), পুণে (২০), রাজকোট (৭), সুরাট (১৫), ভদোদরা (২০), বেনারস (৩), গুহাহাটি (৫) এবং পাটনা (৫)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। ১-১০-২০২২ তারিখ অনুসারে কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট বিভাগে রিলেশনশিপ ম্যানেজার পদে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মিউচুয়াল ফাণ্ড বল ইনশিওরেন্স সংক্রান্ত কাজে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকলে, স্থানীয় ভাষা জানলে, স্থানীয় এলাকা ও ব্যবসাক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা থাকলে, ম্যানেজমেন্টে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকলে এবং এন আই এস এম বা আই আর ডি এ থেকে রেগুলেটারি সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ১-১০-২০২২ তারিখে ২৪ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

উপরোক্তা পদের ক্ষেত্রে যে কোনও একটি শহরের জন্য নির্দিষ্ট শূন্যপদেই আবেদন করা যাবে।

ই-ওয়েলথ রিলেশনশিপ ম্যানেজার : ২৪টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৬, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ২)। নিয়োগ করা হবে মুম্বাইয়ে। শিক্ষাগত যোগ্যাতা : স্নাতক সঙ্গে কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্টানে ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট বিভাগে রিলেশনশিপ ম্যানেজার পদে অথবা ডিজিটাল মাধ্যমে হাই ভ্যালু ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্ট সেলস বা সার্ভিস-সংক্রান্ত কাজে দেড় বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ম্যানেজমেন্ট স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকলে, এন আই এস এম বা আই আর ডি এ থেকে রেগুলেটারি সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ১-১০-২০২২ তারিখে ২৩ তেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

সব ক্ষেত্রেই অন্তত ৬০ শতাংশ (তফসিলি, ও বি সি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

নিয়োগ করা হবে পার্সোনাল ইন্টারভিউ এবং গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। www.bankofbaroda.co.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ অক্টোবর। প্রার্থীর চালু ই-মেল আই জি ও মোবাইল নম্বর থাকতে হবে। দরখাস্তের সময় প্রার্থীরা বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্র, কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট, কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেট, দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাযথ সার্টিফিকেট, স্যালারি স্লিপ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র পিডিএফ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। এছাড়াও আপলোড করতে হবে প্রার্থীর জে পি জি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো (২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ২০ থেকে ২০০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও সাদা কাগজে কালো কালিতে করা সই (১৪০ × ৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ১০ থেকে ২০০ কেবি সাইজের মধ্যে)।

ফি বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ৬০০ টাকা (মহিলা, তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। ফি জমা দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ফি দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথ ভাবে পূরণ করে সাবমিট করুন। পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটিও কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটি নাটি তথ্যের জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

দক্ষিণ পূর্ব রেলে খেলোয়াড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে ২১ জন খেলোয়াড় নেবে দক্ষিণ-পূর্ব রেল। প্রার্থীদের গ্রুপ 'সি' পদে নিয়োগ করা হবে লেভেল টু/থ্রি এবং লেভেল ফোর/ফাইভ ক্যাটেগরিতে। পুরুষ-মহিলা উভয়ই আবেদন করতে পারবেন। এই নিয়োগের

বিজ্ঞপ্তি নম্বর : SER/Pers/Sports Quata/OA/2022-23.

শূন্যপদ : লেভেল টু/থ্রি ১৬টি। লেভেল ফোর/ফাইভ ৫টি। তফসিলি, ও বি সি প্রার্থীদের জন্য কোনও সংরক্ষণ নেই।

নিয়োগ করা হবে এই সব ক্রীক্ষাক্ষেত্র থেকে : সাইক্লিং (পুরুষ), পাওয়ার লিফটিং (মহিলা), ব্যাডমিন্টন (পুরুষ), বক্সিং (পুরুষ), হকি (মহিলা), আর্চারি (মহিলা), অ্যাথলেটিক্স (পুরুষ), টেনিস (পুরুষ), বডি বিল্ডিং (পুরুষ), চেস (পুরুষ), রাইফেল শুটিং, হকি (পুরুষ), কবাডি (মহিলা), সুইমিং (পুরুষ), টেবল টেনিস (পুরুষ ও মহিলা), ক্রিকেট (পুরুষ)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : লেভেল টু/থ্রি-র ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড কাপ বা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে জুনিয়র বা সিনিয়র ক্যাটেগরিতে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকতে হবে। প্রতিযোগিতাগুলি হল- সিনিয়র বা ইয়ুথ বা জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ, ভারতীয় অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত ন্যাশনাল গেমস, জাতীয় স্তরে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশিপ। এছাড়াও ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়নশিপে সিনিয়র ক্যাটেগরিতে প্রথম স্থানাধিকারীরাও আবেদনের যোগ্য।

লেভেল ফোর/ফাইভ-এর ক্ষেত্রে

কাজের খবর

নিম্নলিখিত যে কোনও প্রতিযোগিতায় অন্তত তৃতীয় স্থান পেতে হবে। প্রতিযোগিতাগুলি হল- সিনিয়র বা ইয়ুথ বা জুনিয়র ক্যাটেগরির ওয়ার্ল্ড কাপ, সিনিয়র বা জুনিয়র ক্যাটেগরির ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ, সিনিয়র ক্যাটেগরির এশিয়ান গেমস ও কমনওয়েলথ গেমস, ইয়ুথ অলিম্পিক, টেনিসে ডেভিস কাপ, হকিতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, ব্যাডমিন্টনে থমাস বা উবের কাপ।

বয়স : ১-১-২০২৩ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরিতে প্রার্থীরা কোনও ছাড় পাবেন না।

বেতন ক্রম : ৫,২০০-২০,২০০ টাকা পর্যন্ত।

প্রার্থী বাছাই করা হবে সঙ্কিষ্ট ক্রীড়াক্ষেত্রে ট্রায়ালের মাধ্যমে।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে : https://indianrailways.gov.in পূরণ করবেন যথাযথ ভাবে।

দরখাস্ত ভরা খামের উপর লিখবেন : Application against Sports Quota (Open Advt). recruitment for the year 2022-23

১৪ নভেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Assistant Personnel Officer (Recruitment), Railway Recruitment Cell. Bunglore No. 12A, Garden Rich, Kolkata 700 043 (Near BNR Central Hospital).

খুটি নাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন:

দু'কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো। একটি ফটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন।

ফি বাবদ ৫০০ টাকার (মহিলা, তফসিলি, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা) ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট। এটি 'FA&CAO' South Eastern Railway, Garden Reach 700 043-এর অনুকূলে কলকাতায় জি পি ও-তে প্রদেয় হতে হবে।

বয়সের প্রমানপত্র হিসেবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের নকল।

শিক্ষাগত ও খেলাধূলার যোগ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্রের নকল।

কাস্ট বা ও বি সি সার্টিফিকেটের নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

আর্থিক ভাবে অসগ্রসর, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নথিপত্রের নকল।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২২ অক্টোবর – ২৮ অক্টোবর, ২০২২

মেষ রাশি : দাম্পত্য অশান্তি এবং নিজের সন্তানের সঙ্গে মনোমালিন্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা ক্ষেত্রে গোলযোগের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের প্ররোচনা করলেও তা কাটিয়ে কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সাথে এগিয়ে যাবেন। অর্থহানির আশঙ্কা। ভ্রমণের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : রুদ্রাভিষেক পুজোর আয়োজন করুন।

বৃষ রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিবাহের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। পরিবারে খুশির পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। আর্থিক দিক দিয়ে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : পকেটে চাঁদির টুকরো রাখুন।

মিথুন রাশি : সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। স্বজনদের ব্যবহার মানসিক অশান্তির কারণ হতে পারে। বন্ধুর সহায়তায় আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। হৃদরোগের সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থ পেতে সমস্যা বৃদ্ধি। পদোন্নতিতে বাধা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : বুধবারে পাখিদের জোড়া খাঁচা থেকে মুক্ত করুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা হলেও তা কাটিয়ে উঠবেন। ব্যবসায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ও আর্থিক সাহায্য বা কোনো উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা। পরিবারের জন্য আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। আর্থিক আয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গরিবদের চপ্পল দান করুন।

সিংহ রাশি : ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্যে মান সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। ভ্রমণের ক্ষেত্রে বাধা আসার সম্ভাবনা। শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ।

প্রতিকার : সূর্যের পুজো করুন।

কন্যা রাশি : দাম্পত্য সম্পর্ক মধুর হওয়ার সম্ভাবনা। বিপরীত লিঙ্গের থেকে কোনো উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। নিকট আত্মীয়ের বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা। রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সম্ভাবনা। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বুধ মন্ত্র পড়ুন।

তুলা রাশি : মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। হঠাৎ অর্থ বা সম্পত্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। সাবধানে চলাফেরা করুন। ব্যবসায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব।

প্রতিকার : শুক্রবারে সাদা মিষ্টি বিতরণ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। ব্যবসায় শুভ ফল লাভের ইঙ্গিত। আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। শিবসত্তার বিকাশের সঙ্গে আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের থেকে খুশির খবরে বাড়িতে খুশির পরিবেশ হওয়ার সম্ভাবনা। বিপরীত লিঙ্গের জন্য স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার বজরংবলী পাঠ করুন।

ধনু রাশি : ফাটকা অর্থের জন্য বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। স্বজনের নিকট থেকে আর্থিক আয়ের সম্ভাবনা। পরিবারের গুরুজনদের নিকট থেকে কোনো উপহার বা অর্থ প্রাপ্তি। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি হলেও তা কাটিয়ে উঠবেন। হৃদ রোগের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : বৃহস্পতি ব্রত পালন করুন।

মকর রাশি : উচ্চশিক্ষায় সাফল্য ও গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রগতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য কাটিয়ে উঠবেন। চাকরির জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাজ করার সম্ভাবনা। পদোন্নতি আশানুরূপ সাফল্যে বিলম্ব। সম্পত্তি নিয়ে পরিবারের সঙ্গে বিবাদ বা ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পুলিশি ঝামেলা এড়িয়ে চলুন।

প্রতিকার : কাচা সরষে দান করুন।

কুম্ভ রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুকি রয়েছে। আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির আশঙ্কা। পদ মর্যাদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তান সুখ বৃদ্ধি। অন্যক্ষেত্র থেকে কোনো উপহার বা অর্থ পেতে পারেন।

প্রতিকার : হনুমান মন্ত্র পাঠ করুন।

মীন রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। রূঢ় ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। ব্যবসায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। ফাটকা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পীসত্ত্বা বিকাশ। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বিলম্ব। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। সাবধানে পথ চলুন।

প্রতিকার : পকেটে গোলাপী রুমাল রাখুন।

শব্দবার্তা ২২১

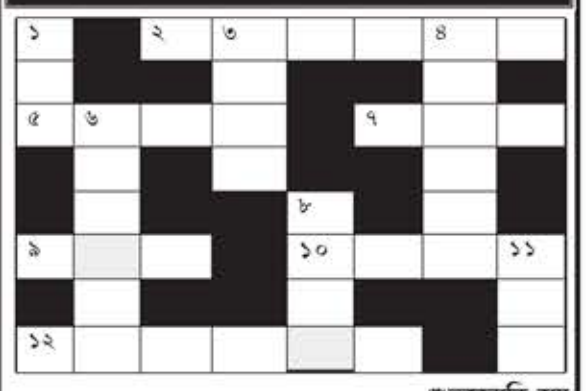

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। ২। সত্য-মিথ্যা ৫। রাজসভা ৭। দ্বাদশ রাশিচক্রের এক রাশি ৯। বন্ধন, গ্রন্থি ১০। ভিতরে ভিতরে, গোপনে ১২। প্রকৃত অবস্থা।

উপর-নীচ

১। শরৎকালীন ৩। বিচরণ, চলন ৪। হস্তগত ৬। রুপোর মতো সাদা ৮। শোকোত্তীর্ণ ১১। যিনি লেখেন।

সমাধান : ২২০

পাশাপাশি : ১। অগ্রনায়ক ৪। লেখমালা ৫। সমাজ ৬। সুরাহা ৮। নগদ ১০। বিমান ১১। রমরমা ১২। তালুকদার।

উপর-নীচ : ১। অভিবাসন ২। কলেজ ৩। ধামাধরা ৫। সনদ গদ্যময় ১০। বিমাতা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

নাবালিকার বিয়ে বন্ধ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় থানার জাঙ্গালিয়ার পুনপুয়া এলাকায় বন্ধ হল এক নাবালিকার বিয়ে। আর এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ধৃত তিনজনকে পাঠানো হয় বারুইপুর মহকুমা আদালতে। রবিবার ১৬ অক্টোবর বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার এস আই দিগন্ত মন্ডল ও এস আই তন্ময় দাস জয়নগর থানার পুনপুয়া এলাকায় গিয়ে এক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করে দেয় এবং জোর করে ওই নাবালিকার বিয়ে দেওয়ার অভিযোগে নাবালিকার বাবা পাত্র ও পাত্রের বাবাকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃত তিনজন হল ধনঞ্জয় গায়েন, সোমনাথ পুরকাইত ও নবকুমার পুরকাইত। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওই নাবালিকার বয়স ১৬ বছর। পাত্রের বাড়ি মগরাহাট থানার গোকর্নী গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই মেয়েটি পড়াশোনা করছিল। কিন্তু তাঁর বাবা জোর করে এই বিয়েতে তাকে রাজী করায়। আর তাঁর বন্ধুদের সূত্র ধরে এই খবর জয়নগর থানায় চলে আসার সাথে সাথে তড়িঘড়ি জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে বিয়েটা বন্ধ করে দেয়। পুলিশ প্রশাসনকে পাশে পেয়ে খুশি ওই নাবালিকা।

উদ্ধার নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় মুম্বাই থেকে উদ্ধার হল এক নাবালিকা। মঙ্গলবার তাকে পাঠানো হলো সরকারি হোমে। বাবা মার সাথে গন্ডগোল করে ওই নাবালিকা গত ১৮ আগস্ট জয়নগর থানার শ্রীকৃষ্ণনগরের বাড়ি থেকে পালিয়ে প্রথমে মথুরাপুর থানার জয়নাল এলাকায় এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পরে সেখান থেকে গত ৩০ আগস্ট সে বন্ধুর দাদার বাড়ি মুম্বাইয়ের মালোয়নি গেট নং ৬ এ গিয়ে ওঠে। সে মথুরাপুর থানার কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের একাদশ শ্রেনির বিজ্ঞান বিভাগে পড়তো ও ওখানকার হোস্টেলে থাকতো। মাঝে মধ্যে বাড়িতে আসত এবং বাবা ও মার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ হতো।

বাড়িতে তার বাবা, মা ও এক ভাই আছে। এদিকে মেয়েকে না পেয়ে ওই নাবালিকার মৎস্য ব্যবসায়ী বাবা গত ২২ আগস্ট জয়নগর থানায় গিয়ে মেয়ের নিখোঁজের ডায়েরি করেন। তার পরেই জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে এস আই রাজু গুপ্তা এই কেসের তদন্তে নামে। ফোনের সূত্র ধরে মুম্বাই থেকে আকাশপথে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে সোমবার ভোরে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। মঙ্গলবার উদ্ধার হওয়া ওই নাবালিকাকে বারুইপুর আদালত হয়ে হোমে পাঠানো হয়। এদিন জয়নগর থানায় দাঁড়িয়ে ওই নাবালিকা বলেন, সে এ বছর ৪৯০ নং পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করার পর তার বাবা তাকে কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করে দেয় এবং ওখান কার হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থাও করে দেয়। আমি মাঝে মধ্যে বাড়িতে গেলে বাবা মা আমার উপর অত্যাচার করতো। তাই আমি বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলাম। আমি আর বাড়িতে ফিরে যেতে চাই না হোমেতে থাকতে রাজি আছি। মেয়েকে ফিরে পাওয়ায় নাবালিকার বাবা মা ধন্যবাদ জানিয়েছেন জয়নগর থানার পুলিশকে। পুলিশ চায় আপাতত হোমে থেকে সে পড়াশোনাটা চালিয়ে যাক।

ছাড়া হল কুমির

নিজস্ব প্রতিনিধি : রায়দীঘির কঙ্কনদীঘির জনৈক অনিল দাসের পুকুর থেকে ৮ ফুটের একটি মহিলা কুমিরকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর দেওয়া হয় বন দফতরের রায়দীঘি রেঞ্জে। খবর পেয়ে বন দফতরের কর্মীরা এদিন বিকেলে এসে গ্রামবাসীদের সহায়তায় কুমিরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। রবিবার সকালে কুমিরটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর বন দফতরের কর্মীরা রায়দীঘি রেঞ্জের কুলতলির বনি ক্যাম্পের গহন বনের বুড়ি খালির নদীতে ছেড়ে দেয়। বন দফতরের ডি এফ ও মিলন মন্ডল বলেন, নদী লাগোয়া পুকুরে কোনো কারনে চলে আসে ৮ ফুটের একটি মহিলা কুমির। পরীক্ষার পর রবিবার নদীতে ছাড়া হয়। কুমিরটি সুস্থ ও স্বাভাবিক আছে।

ট্রলারে ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : নামখানা ভয়াবহ আগুনে পুড়ে গেল একটি ট্রলারের একাংশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে এফবি শঙ্খপদ্ম নামের একটি ট্রলারে আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল মৎস্যজীবীদের মধ্যে। মৎস্যজীবী সূত্রে জানা যায়, নামখানা ঘাটে শঙ্খপদ্ম নোঙর করা অবস্থায় বাঁধা ছিল। ট্রলারে দশ জনের মত মৎস্যজীবীও ছিল বলে জানা গিয়েছে। হঠাৎ করেই ট্রলারে থাকা মৎস্যজীবীরা দেখতে পান ইঞ্জিন রুম থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। নিমেষেই আগুনের লেলিহান শিখা ট্রলারের একাংশটাকে গিলে ফেলে। মৎস্যজীবীরা চিৎকার শুরু করে দেন। পাশাপাশি ট্রলার থেকে নদীতে ঝাঁপ দেন অনেকেই। তাদের চিৎকারে পাশাপাশি থাকা অন্যান্য ট্রলারের মৎস্যজীবীরা এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। কিন্তু তীব্রতা এতটাই ছিল যে আগুন নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় মৎস্যজীবীদের। ঘটনাস্থলে আসে নামখানা থানার পুলিশ।নদী থেকে জল তুলে প্রায় ঘন্টা তিনেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ততক্ষণে ট্রলারের একাংশ পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যায়। মৎস্যজীবীরা মনে করছেন, ট্রলারে রান্না করার আগুন থেকেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এই ঘটনায় কোন মৎস্যজীবীর ক্ষতি হয়নি বলে জানা গিয়েছে।

দুই বোনের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলি নদীতে তলিয়ে যাওয়া দুই বোনের দেহ পাওয়া গেল মঙ্গলবার। রবিবার সন্ধ্যায় হুগলি নদীতে তলিয়ে গিয়েছিল ওই দু'জন। তার পর থেকেই ওই নদীতে চলছিল তল্লাশি অভিযান। মঙ্গলবার হলদিয়ার কাছ থেকে উদ্ধার হয় দুই শিশুর দেহ। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যেরা দেহগুলি উদ্ধার করেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম আতিফা পারভিন (৬) এবং সিতারা নাজ (৮)।

ছত্তীসগঢ়ের বাসিন্দা জাকির হোসেন সপরিবারে কলকাতার পঞ্চান্নগ্রামে থাকেন এখন । রবিবার তারা ডায়মন্ড হারবার থেকে হুগলি নদী পেরিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরে। সন্ধ্যায় ভেসেলে করে কুঁকড়াহাটি থেকে ডায়মন্ড হারবার ফিরছিলেন তারা। কিন্তু ভেসেল থেকে নামার সময় দুটি ভেসেলের এর মধ্যকার ফাঁক দিয়ে নদীতে পড়ে যায় জাকিরের দুই কন্যা। নদীতে জোয়ার থাকায় নিমেষেই তলিয়ে যায় তারা। তার পর থেকে লাগাতার তল্লাশি চালানো হচ্ছিল হুগলি নদীতে। ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও মিতুন কুমার দে এবং মহকুমাশাসক অঞ্জন ঘোষের তত্ত্বাবধানে উদ্ধার কাজ চালানো হচ্ছিল। মঙ্গলবার প্রথমে উদ্ধার হয় আতিফার দেহ। তার কিছুক্ষণ পর মেলে সিতারার দেহ। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ হলদিয়ার কাছে চরায় আটকে থাকতে দেখা যায় ছোট বোনের দেহ। তার কিছুটা দূরে পাওয়া যায় বড় বোন সিতারার দেহ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দেহ দু'টি ময়না তদন্তের পর তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে। একসঙ্গে দুই মেয়ের অকাল মৃত্যুতে পরিবারে নেমেছে শোকের ছায়া।

সাগরে পানীয় জলের দাবিতে মহিলাদের বিক্ষোভ

অমিত মন্ডল : গ্রামের একটি মাত্র নলকূপ দীর্ঘ তিন বছর ধরে অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বার বার পঞ্চায়েতকে লিখিত জানিয়েও কোন সুরাহা মেলেনি বলে দাবি গ্রামবাসীদের। পানীয় জলের সঙ্কটে ভুগছে সাগর ব্লকের অন্তর্গত রুদ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের রুদ্রনগর গ্রামের ১১৮ নম্বর বুথ এলাকার বাসিন্দারা। এই পরিস্থিতিতে পানীয় জলের জন্য নতুন নলকূপের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালএলাকার মহিলারা। অভিযোগ প্রায় তিন বছর ধরে গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে । এলাকায় একটি নলকূপ রয়েছে তা প্রায় তিন বছরের বেশি খারাপ

অবস্থায় পড়ে রয়েছে,পানীয় জল আনতে হলে পাশের গ্রামে যেতে হয়। শুনতে হয় পাশের গ্রামের মানুষের গালিগালাজ। গ্রামটিতে রয়েছে প্রায় ৮০টির মত পরিবার। এই পরিস্থিতিতে খারাপ নলকূপের সামনে পানীয় জলের পাত্র, কলসি নিয়ে বিক্ষোভ দেখাল সাগরের রুদ্রনগর গ্রামের মহিলারা।

অন্যদিকে এই বিষয়ে সাগরের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন কুমার প্রধান জানান, 'এই মুহূর্তে সাগরের ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যাওয়ার কারণে বেশ কিছু নলকূপ খারাপ হয়ে রয়েছে। তবে আমাদের সরকার দ্রুততার সঙ্গে কাজ করছে বাড়িতে বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল পৌঁছে দেওয়ার। আগামী এক বছরের মধ্যে সব বাড়িতেই পাইপলাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে যাবে। যে সমস্ত নলকূপ এই মুহূর্তে খারাপ হয়ে রয়েছে আমরা পঞ্চায়েতের সাথে আলোচনা করে দ্রুত মেরামত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করব।' গ্রামবাসীদের অপেক্ষা করে মিটবে তার উত্তর পেতে প্রশাসনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গ্রামের এই আশিটি পরিবার।

আতস বাজি আটকাতে তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : চম্পাহাটি, হাড়াল, আতস বাজির ব্যবসায়ীদের উপর এবছর রাজ্য পুলিশ হঠাৎ অতি দায়িত্ববান হয়ে ওঠায় তারা বিপাকে পড়েছে। বছরের একমাত্র এই কালীপুজোর সময় ভালো ব্যবসা হয়। এবার সেই পথে কাঁটার বাসর সাজিয়ে বসেছে পুলিশ। একটাই যুক্তি পরিবেশ দূষণ ঘটানো চলবে না, শব্দবাজি নিষিদ্ধ (৯০ ডেসিবেল পর্যন্ত ছাড়)। বিষয়টি প্রতিবছরই এই কালী পূজার সময় বেশ মাথা চারা দিয়ে ওঠে ,তারপর সারা বছর চুপ। পুলিশ শব্দবাজি আটকানো নামে ক্রেতাদের যারা চার-পাঁচ হাজার টাকার বাজি কিনছে তাদের ধরে ধরে দুই তিন হাজার টাকা কেস দিচ্ছে। তারাও কোন পাড়ার ছোট ব্যবসায়ী, দূর থেকে এখানে সংগ্রহ করতে আসে। ভয়েতারা আসছে না বা সাহস পাচ্ছে না। পাঁচশ টাকার ক্রেতাদের তল্লাশির নামে নাজেহাল করে ছাড়ছে। হিটলারের গেস্টাপ এত অত্যাচার করত না। তাহলে এই বাজি কিনবে কে? ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। সবাই তো আর ব্যাংক লোন পায় না, বেশিরভাগ মহাজনদের কাছে ৮

টাকা, ১০ টাকা সুদে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় নেমেছে। আর এদিকে প্রশাসনের মদতে পুলিশ তাদের কাস্টমারদের কুকুর তারা করছে। চাম্পা হাটি ,হাড়ালের থেকে সারা দক্ষিণ ২৪ পরগণায় আতশবাজি ব্যবসা হয়। আশেপাশের শতাধিক গ্রাম এলাকার মানুষ এখান থেকে সরাসরি বাজি কেনে। প্রশাসন পুটি মাছ ধরতে হাজার হাজার পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে। আতশবাজি ব্যবসায়ীদের জীবন খুবই কঠিন। দু পাঁচজন, ছাড়া সকলেই ছোট ব্যবসায়ী। একদিকে এলাকার দাদা থানা আর নেতাদেরও হাতে রাখতে উপযুক্ত উপঢৌকন দিতে হয়। না হলে খাতা খোলা যাবে না, তারপর সুদের টাকায় কারবার। কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক সংকট বাজারে ও মন্দা। জিনিসপত্রের দাম চড়া, মালের দাম দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ বেড়ে গেছে, পরিবহন খরচ অনেক। ব্যবসা আগের মত নেই, বসে বসে মাছি তাড়াতে হয়। আর যদি পুলিশ পথে পথে ব্যারিকেট তৈরি করে রাজ কোষাগার পূর্ণ করার শপথ নেয় তবে তো কথাই নেই। প্রশাসনের দেখা উচিত যারা লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করছে তাদের সহযোগিতা করা। তারা বাঁচলে একটা শিল্প বাঁচবে, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকা বাঁচবে। সরকার কেন এদের স্বাধীন ব্যবসায় বারবার বাধা দেবে? নতুবা বলুক আতশবাজির কারবার আর থাকবে না। একদিকে ব্যবসার জন্য লাইসেন্স দেবে আর অন্যদিকে ধরে ধরে আটকাবে, কেস দেবে, এটা চলতে পারেনা। সরকারি কোষা গারের কথা ভেবে এইসব সাধারণ ব্যবসায়ীদের বলির পাঁঠা বানালে আগামী দিনে বিপদ হতে পারে। এই শিল্পহীন পশ্চিমবঙ্গে বেকারদের ধরনার মত আতশবাজির ব্যবসায়ীদের ধরনায় বসতে না হয়।

শেষ হল প্রাথমিকের বৃত্তি পরীক্ষা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : সোমবার রাজ্যের সব ব্লকে শেষ হয়ে গেল প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পশ্চিমবঙ্গ আয়োজিত প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা (বৃত্তি)।শুরু হয়েছিল গত ১২ অক্টোবর।১৯৯২ সাল থেকে এই বৃত্তি পরীক্ষা চলে আসছে। ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে পড়াশোনার মনোভাব তৈরি করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্যে এই পরীক্ষা প্রতিবছর পরিচালিত হয়ে আসছে। পশ্চিমবঙ্গে এবছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিলো ১,৫২,২০৪ জন। সোমবার শেষ দিনে জয়নগর

ইন্সটিটিউশন, বহড়ু হাইস্কুল সেন্টার সহ জয়নগর ১ নং ব্লক এলাকার সবগুলো সেন্টারে পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে।

একই ভাবে এদিন রায়দীঘির ১০ টি সেন্টারেও পরীক্ষা নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে বলে জানালেন ব্লকের এই বৃত্তি পরীক্ষার দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য বিশ্বনাথ হালদার ও সুদীপ মন্ডল। শেষ দিনের পরীক্ষা দিয়ে খুশি পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে জয়নগরে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের এক সদস্য সাধন কুন্ডু বললেন,এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ ফেল চালু রাখার দাবিতে প্রাথমিক স্তরে চতুর্থ শ্রেণীর শেষে একটি রাজ্যব্যাপী পরীক্ষার(বৃত্তি) পরিচালিত হয়ে আসছে রাজ্যবাসীর সহযোগিতা ও সমর্থনকে সামনে রেখে।এই পরীক্ষা চলছে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগিতায়। আমরা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পাশে পেয়ে খুশি।

গণ ডেপুটেশন ফরওয়ার্ড ব্লক

আমান মোল্লা : পুরুলিয়া ঝালদা মহাকুমা শাসকের নিকট সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের ডাকে গন ডেপুটেশন উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া জেলা কমিটি।

শ্যামাপদ ডাঙ্গর ও জেলা নেতৃবৃন্দ। শ্যামাপদ বাবু তার বক্তব্যে বলেন। দেশ থেকে কৃষি বিলুপ্তির পথে কৃষকরা দিন দিন আত্মহত্যা করছে। দেশ আজ তলা নিতে নেমে গেছে। বেকার যুবক যুবতীরা আজ রাস্তায় ধন্যা তারা আজও চাকরি পায়নি। আজ যারা অযোগ্য টাকা দিয়ে চাকরি করছেন। আর যোগ্যরা রাস্তায় বসে আছে এই তো পশ্চিম বাংলার রং। আমরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ঝালদা মহকুমা শাসকের দপ্তরে। সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক অগ্রগামি কৃষাণ সভার ডাকে শামিল হয়েছি। আমাদের একটাই কথা কৃষকের ন্যায্য মূল্য ফেরাতে হবে। আমরা মেহনতি মানুষের সরকার চাই। আমরা কৃষকের সরকার চাই। আমরা নেতাজির আদর্শে আদর্শিত ফরওয়ার্ড ব্লক পথে নেবে আন্দোলন করবেই। পথেই হবে আমাদের পথচলা ঝালদা মহকুমা শাসকের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে গণো ডেপুটেশন শেষ করলাম।

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধিনস্ত সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১৪ অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাওয়ালী রাজবাড়িতে স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচি হলো। যেখানে উপস্থিত ছিলেন

দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজতশুভ্র নস্কর, এপিএ কপিল কুমার, রিমি মজুমদার, তৃপ্তি পাল, ডাঃ তরুণ রায়, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী প্রমুখ। গত ১৯ অক্টোবর বাওয়ালী গুপ্ত বৃন্দাবন মেগা স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচি রূপায়ণ করে বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্র। মণ্ডল জমিদারদের ৩০০ বছরের প্রাচীন মন্দিরগুলোর সামনে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, বাওয়ালী মন্দির উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক তথা পঞ্চায়েত সদস্য সুমন পাড়ুই, পঞ্চায়েত সদস্যা চন্দনা মণ্ডল, রবীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে ঐক্যতান কালচারাল আকাদেমির প্রতিনিধিরা। তাদের সংস্থার দুই কর্ণধার সুসান্ত পাল ও যূথিকা পাল বিশেষ সহযোগিতা করেন। বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর বলেন, এক মাস ব্যাপী স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করার জন্য মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। যে সব জনপ্রতিনিধিরা আমাদের কর্মসূচিতে উপস্থিত হচ্ছে তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশ্ব সৃষ্টির সূচনা থেকে শ্রীলঙ্কার ভিশাক ফেস্টিভ্যাল, কর্নাটকের কোটি লিঙ্গেশ্বরা, মরোক্কোর কাসবা টাওয়ার এবার বারাসতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সেই আশির দশক থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসতের কালীপুজো শ্রেষ্ঠত্বের যে শিরোপা অর্জন করেছিল। তা এই কয়েক দশক ধরে বজায় রেখে চলেছে। বারাসতের কালীপুজো ঐতিহ্য প্রাচীন। তার সঙ্গে কয়েক বছর ধরে যুক্ত হয়েছে মধ্যমগ্রাম। শারদোৎবের রেশ কাটতে না কাটতেই কালীপুজোর কাউন্টডাউন শুরু হয়ে যায়। ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন উদ্যোক্তারাও। যে পুজো কমিটিগুলি বারাসতের কালীপুজোর ঐতিহ্যের পরম্পরা ধরে রেখেছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রেজিমেন্ট, কেএনসি রেজিমেন্ট, পাইওনীয়ার অ্যাথলেটিকস, ছাত্রদল, নবপল্লী ব্যায়াম সমিতি, নবপল্লী সার্বজনীন, নবপল্লী আমরা সবাই, সাউথ ভাটরা, সন্ধানী, শতদল, বিদ্রোহী মৎস্য আড়তদার সমিতি ইত্যাদি। এখানকার সমস্ত পুজো ও মণ্ডপ সজ্জাগুলোর অধিকাংশই থিম নির্ভর। রেজিমেন্ট তাদের ৬৬ তম বছরের পুজোয় দশনার্থীদের যে থিম উপহার দিচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে ভিন্ন স্বাদের। এবারে তাদের মণ্ডপ সেজে উঠছে বিশ্ব সৃষ্টি সূচনার উপর ভিত্তি করে। কেএনসি

রেজিমেন্টের ৬৩তম বছরের মণ্ডপ সেজে উঠছে শ্রীলঙ্কার ভিশাক ফেস্টিভ্যালে। গণেশ পুজোর দিন খুঁটি পুজোর মাধ্যমে কেএনসির মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু হয় বলে জানান পুজো কমিটির মুখ্য সংগঠক সন্তু সিনহা। পাইওনীয়ার অ্যাথলেটিকসের কালীপুজো এবার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করল বলে জানালেন পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট দেবব্রত (দেবু) পাল। এবারে তাদের মণ্ডপে জেগে উঠবে মরোক্কোর কসবা টাওয়ার। নবপল্লী সার্বজনীনের পুজো এবার ৪৩তম বর্ষে পা দিল। এই পুজোর প্রেসিডেন্ট সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং সম্পাদক চম্পক দাস। তাদের এবারের থিম কেদারনাথ। ছাত্রদলের পুজোর বয়স ৫৩ বছর। এবারে তাদের থিম হল উৎসব। জানালেন, সম্পাদক পলাশ সাধুখাঁ। নবপল্লীর আমরা সবাই এবার উপহার দিচ্ছে কর্নাটকের কোটি লিঙ্গেশ্বরা মন্দির বলে জানালেন এই পুজোর প্রধান উদ্যোক্তা অরুণ ভৌমিক। বারাসতের মৎস্য আড়তদার কল্যাণ সমিতির ৩১ তম বর্ষের শ্যামাপুজোর মুখ্য আকর্ষণ মুক্তোর প্রতিমা, জানালেন সভাপতি কিশোর হালদার ও সম্পাদক সম্পদ পাল। বিদ্রোহীর থিম এবার দক্ষিণ আফ্রিকার বাবা মন্দির বলে উল্লেখ করেন চিফ অগানাইজার সৌমেন আচার্য্য। শতদল-এর ৫৪তম বর্ষের কালীপুজোর ভাবনা। স্বপ্ন সুন্দর প্রকৃতির প্রত্যাশা। জানালেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক দুলাল কুণ্ডু, সভাপতি তীর্থঙ্কর ভৌমিক ও সম্পাদক অরিত্র মিত্র। এছাড়াও দেখা যাবে সোমনাথ মন্দির, নেপালের বৌদ্ধ মন্দিরের অনুকরণে মণ্ডপসহ থাকছে বিভিন্ন সমকালীন সৃজনশীল মণ্ডপসজ্জা।

থাকছে না ভিআইপি পাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালীপুজো মানেই উত্তর চব্বিশ পরগনা। আর উত্তর চব্বিশ পরগনা মানেই বারাসত। পুজোর ক'দিন ভিড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে এই সদর শহর। গত দু'বছর করোনার জন্য কালীপুজো ছিল একেবারেই জৌলুসহীন। কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। ফলে চেনা ছন্দে ফিরেছে আবার বারাসত। অতীতে ভিআইপি পাসকে কেন্দ্র করে দর্শনার্থীদের ভিড় সামাল দিতে পুলিশ প্রশাসনকে রীতিমতো হয়রান হতে হয়েছে বছরের পর বছর। হয়রান হতে হয়েছে দূর দূরান্ত থেকে আসা হাজার হাজার সাধারণ দর্শনার্থীদের। এক একটা মণ্ডপের সামনে তিন চারটে লাইন হওয়ায় পুলিশ প্রশাসনকে পরিস্থিতি সামাল দিতে নাকাল হতে হত। একারণে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সম্প্রতি কালীপুজো কমিটিগুলোর সঙ্গে বৈঠকে বসে পুলিশ প্রশাসন। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কালীপুজোয় এবার ভিআইপি পাস এবং জাতীয় ও রাজ্য সড়কের উপর ওভারহেড গেট বন্ধ হতে চলেছে। পাশাপাশি দর্শকদের ভিড় সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে একাধিক বিধি নিষেধের কথাও আলোচনা হয় বৈঠকে। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে কোনও ভাবেই দাহ্য বস্তু সমন্বয়ে মণ্ডপ নির্মাণ করা যাবে না বলেও বৈঠকে এই বিষয়টিও স্পষ্ট করেন সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তারা। এমনকি ভিড় সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রেও কমিটিগুলিকে উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানানো হয়।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ২২ অক্টোবর – ২৮ অক্টোবর, ২০২২

শ্বেত পত্র প্রকাশ করা হোক

এই মুহূর্তে পশ্চিমবাংলায় যে নিয়োগ নিয়ে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে তা সাম্প্রতিক ইতিহাসে নজিরবিহীন। একের পর এক মন্ত্রী বিধায়ক নেতাদের কারাবাসের ঘটনা ঘটছে অন্যদিকে, কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করছে ইডি, সিবিআই, সিআইডিরা। ভারতবর্ষের মতো পশ্চিমবঙ্গেও বেকারত্ব ক্রম বর্ধমান সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার দায় সরকার পক্ষ এড়াতে পারেন না। একের পর এক দুর্নীতির নানা তথ্য সামনে উঠে আসছে। শিক্ষা দফতরের দিকে এ ব্যাপারে অভিযোগের তীর সবচেয়ে বেশি। সল্ট লেকের করুণাময়ীতে দিনের পর দিন বিভিন্ন চাকুরি প্রার্থী পথে বসে ধর্ণা দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। এই টানা ধর্ণা চলাকালে অনশনে অসুস্থ হচ্ছেন অনেকে। সরকারের মানবিক মুখ কোথায় এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। শেষে দেখা যাচ্ছে আমরা ওরা রাজনীতির সূত্র ধরেই আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিভাজন তৈরির প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। টেট উত্তীর্ণ ২০১৪ সাল বনাম টেট উত্তীর্ণ ২০১৭ সালের প্রার্থীদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির জন্য পরিস্থিতির তৈরি করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে পুলিশকেও ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অবশ্য যে কোনও ক্ষোভ বিক্ষোভ দমনের জন্য পুলিশের ডাক পড়াই স্বাভাবিক। হকের চাকরি প্রার্থীরা দিন রাত এক করে দিনের পর দিন রাজপথে পড়ে রয়েছে এ দৃশ্য সম্পূর্ণ অচেনা এই বাংলায়। অতীতে অবশ্যই শিক্ষা নিয়ে বিশেষ করে কলেজ এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ের চাকরি নিয়ে গোপনে নানা দুর্নীতির তথ্য জানা যায়। যদিও সেসব দিনে বর্তমান সময়ের শাসক দল, পরিবর্তনের সরকার আদৌ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

কথা ছিল পরিবর্তনের পর বাংলায় আকাদেমির অডিট হবে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেআইনি নিয়োগ নিয়ে সরকার পদক্ষেপ নেবে। কেউ কথা রাখে নি। বিজয়ার উৎসব কিংবা স্যাটিংয়ের আবহে হকের চাকুরি প্রার্থীরা রাজপথে অসহায়ভাবে পড়ে আছে। যে কোনও রাজনৈতিক দলের উর্দ্ধে সরিয়ে সরকার সচেষ্ট হোন দ্রুত তাদের সঙ্গে কার্যকরী কথাবার্তা বলে সমস্যার সমাধান করতে। নইলে বাংলার ইতিহাস কাউকেই ক্ষমা করবে না। এক সময়ে সিঙ্গুরের অনশন আন্দোলন দেশের এবং রাজ্যের রাজনীতিতে ঝড় তুলেছিল পরিণামে পরিবর্তন এসেছিল বাংলায়। আজ ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করেছে। গণ মাধ্যমের কল্যাণে নিয়োগ দুর্নীতির নানা তথ্য, পাহাড় প্রমাণ রাশি রাশি টাকার গুপ্তধন প্রকাশ্যে এসে গেছে। কোনও মতেই এই পাপ থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর প্রচেষ্টা ঠিক নয়। পরিকল্পিত ভাবে দিনের পর দিন চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতারণার খেলা চলেছে। তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী আজ কারারুদ্ধ। তার সহযোগীরাও অনেকেই ধরা পড়েছেন। সরকারের নৈতিক দায় জনগণের সামনে প্রকৃত সত্য শ্বেত পত্রের আকারে প্রকাশ করার। মানুষের ভালোবাসায়, মানুষের আবেগে মা মাটি মানুষের সরকার একাধিকবার ক্ষমতায় বসেছে। সেই মানুষের দরবারে স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকাশ করা হোক প্রকৃত তথ্য। আজ এই পরিস্থিতির জন্য কারা দায়ী আগামী দিনে নিয়োগ প্রক্রিয়া কেমন হবে সবটাই সুন্দরভাবে মানুষের দরবারে পেশ করা হোক। নইলে ঘোলা জলের রাজনীতি অব্যাহত থাকবে। মানুষের হয়ে মানুষের দরবারে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আবারও স্বমহিমায় তাঁর মমতাময় মুখ, মানবিক হৃদয় প্রকাশ করবেন এটাই কাম্য। হাজার হাজার যোগ্য কর্মপ্রার্থী তাদের পরিবার এই দীপাবলির আলোকে অন্ধকারে পড়ে থাকবেন এটা বাংলার সংস্কৃতি হতে পারে না। ১৪৪ ধারা মেনে চলতে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে হাতিয়ার করে গভীর রাতে পুলিশ রাস্তা থেকে হটিয়ে দিল আন্দোলনকারীদের। মাত্র ১৫ মিনিটে শেষ হলো ৮৪ ঘণ্টার আন্দোলন।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র আঠার

অগ্নে নয় সুপৃথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং
তে নমউক্তিং বিধেম।।১৮।।

অগ্নে– হে অগ্নিসম শক্তিমান ভগবান; নয়– কৃপা করে পরিচালিত করুন; সুপথা– সঠিক পথের দ্বারা; রায়ে– আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; অস্মান্– আমাদিগকে; বিশ্বানি– সমস্ত; দেব– হে দেব; বয়ুনানি– কার্যাবলী; বিদ্বান– জ্ঞাতা; যুয়োধি– কৃপা করে দূর করুন; অস্মৎ– আমাদের থেকে; জুহুরাণম্– পথের প্রতিবন্ধকগুলি; এনাঃ– সকল পাপসমূহ; ভূয়িষ্ঠাম– বার বার; তে– আপনাকে; নমঃ উক্তিম– প্রণাম উক্তি; বিধেম– আমি করি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি অগ্নিসম তেজস্বী, সর্বশক্তিমান, এখন আপনাকে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করি। হে পরম করুণাময়! আপনি আমাকে যথাযথভাবে চালিত করুন। যাতে পরিণামে আমি আপনাকেই প্রাপ্ত হই। আপনি আমার অতীত কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত, তাই কৃপা করে পরমার্থ লাভের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ পূর্ব পাপকর্মের ফল থেকে আমাকে মুক্ত করুন।

তাৎপর্য

এবং এভাবেই তিনি ভগবানকে লাভ করার উপায় অবগত হন। সব সংশয় বিদূরিত হওয়ায় তিনি এক শুদ্ধ ভক্তের পরিণত হন। এভাবেই যে জ্ঞানশাস্ত্র মানুষকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে নিয়ে আসে, সেই শ্রীঈশোপনিষদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ফেসবুক বার্তা

কৃষ্ণবর্ণ হিন্দু বাঙালি হওয়ার কারণে চাকুরী ও ভিটে থেকে বিতাড়িত

১০০ বছর পরে আজও তিনি বাঙালির কাছে ইংরেজি শিক্ষার অগ্রদূত রূপে পরিচিত

সমাজ হারিয়ে গ্যাঁরাতন্ত্রে ডুবছে বাঙালি

নির্মল গোস্বামী

৭০ দশকে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটা কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতার নাম ছিল গণতন্ত্র। কবিতাটা এই রকম– গণতন্ত্র–গ্যাঁড়াতন্ত্র/গ্যাঁড়াতন্ত্র–গণতন্ত্র। পরপর কটি লাইনে এই দুটি মাত্র শব্দ দিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলেন। তখন বয়স অল্প, ছাত্রাবস্থায় কবিতার বিষয়বস্তু বুঝতে পারিনি। আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে বীতরাগ জন্মে ছিল মনে। এই যদি আধুনিক কবিতার রূপ হয় তবে কাজ নেই কবিতা পড়ে– তা সে যত নামী কবির কবিতা হোক।

তবে ইদানিং আমাদের পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য রাজনীতির গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে হঠাৎই সেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'গণতন্ত্র' কবিতাটির মর্মার্থ মনে মনে উপলব্ধি করতে পারলাম। মনে হল কবি বলতে চেয়েছিলেন– গণতন্ত্র মানে শুদ্ধ গণতন্ত্র, আর গ্যাড়াতন্ত্র মানে ভেজাল গণতন্ত্র। কবির উপলব্ধিতে ধরা পড়ে ছিল যে, আমাদের দেশে গণতন্ত্রের নামে গ্যাঁড়াতন্ত্রই চলে। উল্লেখ্য তখন দেশে জরুরি অবস্থা জারি ছিল। কথায় আছে কবিরা ক্রান্তিদর্শী হন, তাই দেশ থেকে জরুরি অবস্থা উঠে গেলেও কবির উপলব্ধি মিথ্যা হয়ে যায়নি। বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে। ৭২–এর নির্বাচনে ভোট হিংসার চিত্র প্রথম সার্বিকভাবে বাংলার মানুষের সামনে এসেছিল। সে দিনের শাসক শ্রেণি গায়ের জোরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। অর্থাৎ গ্যাঁড়াতন্ত্রের পথে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। তার পর থেকে বাংলায় বার বার গণতন্ত্র রক্তাক্ত হয়েছে। হিংসা ভোট প্রক্রিয়ার অঙ্গ হয়ে গেছে। ডান–বাম যারাই শাসক হিসাবে থাকুক না কেন, রাজ্য পুলিশ বা কেন্দ্রীয় বাহিনী যাদের দ্বারাই ভোট পরিচালিত হোক না কেন, আমাদের জীবৎদশায় বোধ হয় ত্রুটিমুক্ত ভোট বাংলায় দেখে যেতে পারব না।

একটা বাক্য প্রায় শোনা যায় যে, যুদ্ধে আর প্রেমে নাকি অনৈতিক বলে কিছু হয় না। আবার মাইকেলের কবিতায় আছে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'। ফলে শত্রুকে পরাজিত করতে যে কোন কৌশলই অবলম্বন করা যেতে পারে। এখানে ভোট দানকে বা মতদানকে যুদ্ধে আখ্যায়িত করা হয়। প্রচার মাধ্যমে 'ভোট যুদ্ধ' শব্দটা প্রায়শই শোনা যায়। ফলে যুদ্ধে জয়লাভ করতে যে কোন কৌশল অবলম্বন করতে তারা পিছপা নয়।

একদা উত্তর ভারতে ভোট হিংসা নিয়ে চর্চা হতো। বাঙালিরা গর্ব করত এই ভেবে যে তারা কত রাজনৈতিক সচেতন। উত্তর প্রদেশ–বিহারের মতো গ্রামের মুখিয়ার কথায় এ রাজ্যে ভোট হয় না। এখানে প্রত্যেক নাগরিক তার স্বাধীন মতামত জানাতে পারে। ধীরধীরে গোবলয়ের রাজনীতিতে পরিবর্তন

এসেছে। তারা ভোটের নামে হিংসাকে বর্জন করেছে। গণতন্ত্রের প্রক্রিয়াটা যাতে গণতান্ত্রিক ভাবে হয় সে বিষয়ে সে অঞ্চলের মানুষ এবং রাজনৈতিক দল সম্মিলিত ভাবে প্রচেষ্টা করেছে। কিন্তু বাঙালিরা ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ছে।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের রাজত্বের স্মৃতি ইতিহাসের আস্তাকুড়ে চলে গেছে। রাজনৈতিক আলোচনায় তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ৩৪ বছর টানা বাম রাজত্ব এবং পরিবর্তনকামী তৃণমূলের ১১ বছরের রাজত্বে বাঙালির জীবনচর্চায় কোন রদবদল হয়নি। উল্টে উত্তরোত্তর তা বেড়েছে। ভোট লুট বা ভোট কারচুপির সব রকম পন্থাই বজায় আছে। এখন তৃণমূল একটা সহজ পন্থা আবিষ্কার করেছে। সেটা হল বিরোধীদের দাঁড়াতে না দিয়ে ভোট না করার কৌশল। যা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক ভাবে চোখে পড়েছিল। আসছে পঞ্চায়েত নির্বাচনেও তার ব্যতিক্রম ঘটবে একথা কেউ যদি ভেবে থাকে তবে সে আহম্মক। বলা বাহুল্য ভোট হিংসা বাঙালির অস্থি–মজ্জায় ঢুকে গেছে। নব প্রজন্মের ডিএনএ–তেও তা সঞ্চারিত হয়েছে।

বাম আমল সমাজের নিরপেক্ষ অবস্থানকে ভেঙে দিয়ে রাজনৈতিক সমাজ গঠন করেছিল। শুধুমাত্র বিধান সভা লোকসভার ভোট নয়। বর্ধমানের একটা স্কুল কমিটির নির্বাচনেও খুনের ঘটনা ঘটেছিল। এখন আবার তৃণমূলী সমাজ গঠন হয়ে গেছে। বাগবাজার সার্বজনীন পুজো কমিটির ভোট গণনা ভুণ্ডুল করে দেয় একটা রাজনৈতিক দলের কর্মীরা। অতি সম্প্রতি মেডিকেল কাউন্সিলের ভোটে ব্যাপক ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ উঠেছে বাংলার ভোটে। ফলে কোন ক্ষেত্রেই আর গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা যাচ্ছে না। বিস্ময় লাগে এই ভেবে যে বিহার–উত্তরপ্রদেশ যা পারল উত্তরাধিকার সূত্রে যে উন্নত সংস্কৃতির অধিকার পেয়েও আমরা তা পারলাম না কেন? এর জন্য কি শুধু রাজনীতি দায়ী?

মধ্যযুগীয় ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে আধুনিক চিন্তার জনক রামমোহন, বিদ্যাসাগর। ভারতবর্ষের রেনেসাস আন্দোলনের সূচনা এই বাংলার মাটিতে। রামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দ বিশ্বের দরবারে সনাতন ধর্মের পথ ও মতের সন্ধান দিয়ে চমকে দিলেন বিশ্ববাসীকে। রবীন্দ্রনাথ–আধুনিক জীবন যাত্রায় সত্যপথের পাথেয় দিলেন বাঙালীকে। শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ মানবতা ও নারীশক্তির জয় গাথায় মুগ্ধ করল ভারতবাসীকে। জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে বাঙালিরা উনবিংশ বিংশ শতাব্দীতে ভারতের পথ প্রদর্শক হলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশভক্তিতে আত্ম বলিদানে স্বমহিমায় সরব হল বাঙালি। গান্ধীজীর কথায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রাজপুত্র সুভাষের উত্তরাধিকারের দাবিদার বাঙালি। সেই বাঙালির এতো অধঃপতন কেন? দুর্নীতি, চুরি, স্বজনপোষণ, ঘুষ, খুন, ধর্ষণ এই সব ভরতের সব রাজ্যেই আছে। ভারতের কোনও রাজ্য অপরাধ মুক্ত দাবী করতে পারবে না। কিন্তু হিংসা শূন্য ভোট হয়, এই দাবী অধিকাংশ রাজ্য আজ দাবি করতে পারে। পারে না শুধু বাংলা।

এই না পারার পিছনে অন্যতম কারণ হল গোবলয়ের রাজনীতি সে রাজ্যের সামাজিক অনুশাসনকে ভাঙতে পারে নি বা ভাঙতে চায় নি। বাংলার রাজনীতি সামাজিক শৃঙ্খলাকে ভেঙে দিতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের মধ্যে আর সামাজিক বোধ কাজ করে না। রাজনৈতিক সমাজে রাজনীতিই শেষ কথা। তাই কেষ্টার চুরি চুরি নয়। পার্থর চুরি ও চুরি নয়। মানিকের ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্রই নয়, সব ষড়যন্ত্রের মূল হোতা এজেন্সি। সমাজ বিধি যদি বাংলায় থাকত তাহলে সমাজের বুকে মাথা উঁচু করে চড়া সুরে এই কথাগুলো রাজনীতিকরা বলতে লজ্জা পেত। মানুষও শুনে ছি ছি করত। কিন্তু সমাজে ছি ছি শোনা যায়নি। যা শোনা যাচ্ছে তা রাজনীতির জমি দখলের জন্য। যারা প্রকাশ্যে ভোটে হিংসা ছড়ায় তারা পাড়ারই লোক। একই সমাজে বসবাস করি আমরা। তাদের ডেকে এনে সভায় এমনকি পূজাপার্বনে গলায় মালা পরাচ্ছে, হাতে ফুলের তোড়া ধরিয়ে বরণ করছে সমাজ। এখানে সমাজও বোধহয় নিরুপায়। দেশ পরিচালনার জন্য রাজনীতি অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সমাজ পরিচালনার জন্য রাজনীতির প্রয়োজন নেই। ভোট দান নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য কিন্তু সমাজকে দলীয় করণ করার প্রয়োজন নেই। অগণতান্ত্রিক কার্যক্রম এবং সমস্ত রকমের অন্যায় যখন সমাজ কর্তৃক ঘৃণিত হবে, অন্যায় কারীদের সমাজ বয়কট করবে, তখনই এই সমস্ত অন্যায়ের রমরমা কমবে। অন্যথায় নয়। সুতরাং রাজনীতি মুক্ত সমাজ যদি পুর্নগঠিত হয়, সামাজিক অনুশাসন যদি ফিরে আসে তবেই গণতন্ত্র গণতন্ত্রে থাকবে। গ্যাঁড়াতন্ত্রের প্রয়োজন পড়বে না।

খাড়্গের খড়্গে বিজেপি বধের অংক কষা শুরু

দেবাশিস রায়

বুধবার জাতীয় কংগ্রেসের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হতেই খাড়্গের খড়্গো দেশজুড়ে বিজেপি বধের নতুন অংক কষা শুরু হয়ে গেল। কেরলের পোড় খাওয়া প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী শশী থারুরকে বিপুল ভোটের (৬৮২৫টি) ব্যবধানে হারিয়ে জয়পতাকা ছিনিয়ে নিয়েছেন।তবে, আড়াই দশক পরে গান্ধী পরিবারের বাইরের কোনও কংগ্রেস নেতা কুরসির দখল নিলেও হাত'–এর ব্যাটন কিন্তু সনিয়া ম্যাডামদের হাতেই। দেশজুড়ে এমনতর চর্চায় মগ্ন বিভিন্ন মহল।এদিকে সেই রাজকীয় চর্চার প্রতি শ্যেনদৃষ্টিতে নজর রেখে চলেছে মোদী–শাহ ব্রিগেড।আধুনিক ভারতের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসের এক বিরাট অংশজুড়ে জাতীয় কংগ্রেসের ভুমিকা কোনওভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। তেমনই গান্ধী পরিবারকে বাদ দিয়ে শতাব্দী প্রাচীন জাতীয় কংগ্রেসের কোনও আলোচনাও সম্ভবপর নয়। যেকারণে ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস এবং গান্ধী পরিবার কার্যত সমস্বরে উচ্চারিত হয়। এমনকি, বর্তমান রাজনৈতিক পটভূমিকাতেও যার ব্যতিক্রম ঘটবে না এটা হলফ করে বলাই যায়।স্বাধীন ভারতে গান্ধী পরিবারের বাইরে থেকে একাধিক নেতা জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। বাবু জগজীবন রাম, সীতারাম কেশরী প্রমুখ জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদে বসে দলকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করলেও সর্বোপরি ব্যাটনটা যে গান্ধী পরিবারের হাতেই ছিল এটা রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহলের কাছে অজানা নয়। বিভিন্ন সময়ে দেশের সরকার পরিচালনা থেকে শুরু করে দল পরিচালনা সর্বত্রই 'কংগ্রেসের ব্র্যান্ড' গান্ধী

পরিবারের হাত ছিল। তাই এটা অনস্বীকার্য যিনিই কুরসিতে বসুন না কেন তাঁকে 'গান্ধী পরিবারের অনুগত' হয়েই জাতীয় কংগ্রেসকে পরিচালনা করতে হবে। এমনকি, সদ্য নির্বাচিত সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গেও যে এই চিত্রনাট্যের বাইরে নন সেটা বলাই বাহুল্য। প্রাজ্ঞ এবং ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি রূপে কেরলের বর্ষীয়াণ কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গের বিশেষ কদর রয়েছে সনিয়া ম্যাডাম তথা গান্ধী পরিবারের কাছে। জাতীয় কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে নানান চড়াই–উতরাইয়ের সাক্ষী এই প্রাক্তন শ্রমিক নেতা মল্লিকার্জুন খাড়েগ। তিনি কংগ্রেসের ঘোরতর সংকটের মধ্যেও একজন অনুগত সৈনিকের পরিচয় দিয়ে চলেছেন।এমন একজন নেতা নিঃসন্দেহে যেকোনও দলের সম্পদ। যে কারণেই এবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদে দাঁড়ানো মাত্রই মল্লিকার্জুন খাড়্গের আগেভাগেই জয় একশোভাগ নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। আনুষ্ঠানিক ফল ঘোষণাটাই শুধুমাত্র বাকি ছিল। এদিকে গান্ধী পরিবার অনুগত এই নবনির্বাচিত সভাপতির ওপর ভিত্তি করে জাতীয় কংগ্রেস আদৌ ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কি? একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী 'কংগ্রেসের হাত' কি বর্তমান জাতীয় রাজনীতিতে প্রবল পরাক্রমশালী বিজেপির বিজয়রথকে কি থামাতে পারবে? দেশজুড়ে ঝিমিয়ে পড়া লাখো লাখো কংগ্রেস কর্মী খাড়্গের কোন টোটকায় উজ্জীবিত হয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন? এমনই সব প্রশ্ন বিভিন্ন মহলে ঘুরপাক খেতেই বিজেপি বিরোধী প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেও অভাবনীয় তৎপরতা শুরু হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। জাতীয় তথা সংসদীয় রাজনীতিতে মল্লিকার্জুন খাড়্গে নিঃসন্দেহে একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। সেই হিসেবে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে তাঁর একটা অসামান্য গ্রহণযোগ্যতাও রয়েছে। জাতীয় রাজনীতিতে তাঁকে একজন বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ নেতা রূপে সকলেই সমীহ করে চলেন এবং শ্রদ্ধা করেন। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগেভাগে সেই খাড়্গেই যখন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন তখনতো বিরোধীদের কাছে রাজনীতির অংকটা একটু জটিলই বোধ হবে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, দক্ষিণ ভারতের বিরাট অংশজুড়ে মল্লিকার্জুন খাড়্গের নেতৃত্বে একটা পজিটিভ প্রভাব পড়বে। গো–বলয় সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশের পাশাপাশি ভারতের বাদবাকি অঞ্চলের কংগ্রেসকে যদি খাড়্গে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন তাহলে কিন্তু সেটা বিজেপির পক্ষে কার্যত অমঙ্গলেরই বার্তা বয়ে আনবে। তাই আগামি লোকসভা নির্বাচনে মল্লিকার্জুন খাড়্গে যে কংগ্রেসের কাছে তুরুপের তাস সেটা ধরে নিয়ে এখন থেকেই রাজনীতির অংক কষা শুরু হয়েছে।

শক্তি ধরের সংযোজন :

অন্যদিকে খাড়্গের সভাপতিত্বের ওপেনিং ইনিংস কিন্তু বেশ চাপের। তাঁর উপর গান্ধী পবিরার ও কংগ্রেস কর্মীদের প্রত্যাশা প্রচুর। মল্লিকার্জুনকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে তিনি কতটা সাচ্চা গান্ধীয়ান। খাড়্গে জানেন সোনিয়া ম্যাডামের প্রথম পছন্দে তিনি ছিলেন না। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীত্ব ছেড়ে যদি অশোক গেহলত রাজী হতেন তাহলে খাড়্গের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ত না। তাই তাঁকে বোঝাতে হবে গেহলতকে না পেয়ে তাঁর উপর ভরসা করে গান্ধী পরিবার ভুল করে নি। তার উপর সামনে রয়েছে গুজরাটসহ দুটি রাজ্যের ও ২৪–এর লোকসভা নির্বাচন। প্রমাণ করে দেখাতে হবে বিক্ষুব্ধ নেতাদের একসঙ্গে নিয়ে ফের নির্বাচনে ভালো ফল করতে পারে কংগ্রেস। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, পরিরাতন্ত্রের যে অভিযোগ কংগ্রেসের গায়ে সেঁটে গিয়েছে তা থেকে কি আদৌ মুক্তি মিলল নতুন অ–গান্ধী সভাপতি নির্বাচন করে? সকলেই একবাক্যে বলছেন না। সবার ধারণা গান্ধীদের হাতের পুতুল হয়েই কাজ করতে হবে খাড়্গেকে। সোনিয়া রাহুলদেরও প্রমাণ করতে হবে অভিযোগ মিথ্যা। কংগ্রেস সভাপতি স্বাধীভাবে নিজের মতো সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। এখানেই আগামী লোকসভা নির্বাচনী প্রচারের টুইস্ট। বিজেপি এবার গান্ধী পরিবারকে নিশানা করে এবং কংগ্রেস কিভাবে তার মোকাবিলা করে সেটাই খাড়্গের এখন দেখার।

দেশ দেশান্তরে

অবাধ আগ্রাসন

প্রণব গুহ

ভারতের স্বাধীনতা কিভাবে খর্বিত হয়েছিল এবং তা ফিরে পেতে কত রক্ত ঝরাতে হয়েছিল এমনকি সেই সংগ্রামের পিছনে পৃথিবীতে কোন দেশের কি ভূমিকা ছিল তা আজ সকলেরই জানা। কিন্তু সে সময়টা ছিল আলাদা। পৃথিবীর এক প্রান্তের খবর আর এক প্রান্তে পৌঁছতো না। এক একটা যুদ্ধ চলতো মাসের পর মাস। তার সাজ সরঞ্জামও ছিল আলাদা। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন একটা দুর্বল দেশের স্বাধীনতা এক সবল দেশ ছিনিয়ে নিচ্ছে দেখেও সারা বিশ্ব যেভাবে চুপ করে রয়েছে তাই দেখে।

রাশিয়া যারা এক সময় নিপীড়ত মানুষের সমাজতন্ত্রের কথা বলতো তারা আজ শুধু সাম্রাজ্য বৃদ্ধি ও অন্যকে নিজের কব্জায় রাখার নেশায় দখল করে নিচ্ছে একের পর এক শহর। নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সকলের উপর শুরু করেছে অকথ্য অত্যাচার। ধর্ষণ, খুন, যুদ্ধবন্দী কিছুই বাদ যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে খেরসন, ডনেৎস্ক, জাপরিজিয়া ও লুহানস্ক শহর

চলে গিয়েছে রাশিয়ার কব্জায়। সেখানে নিযুক্ত হয়েছে রাশিয়ান প্রশাসক। এইসব অঞ্চল থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে উক্রেনবাসীকে। উক্রেনের অভিযোগ এদের আসলে যুদ্ধবন্দি করা হচ্ছে। পরে এদের মুক্তিপন আদায়ে কাজে লাগানো হবে।

এমন রাজনৈতিক আগ্রাসন দেখেও ঝাঁপিয়ে পড়তে এখনও দ্বিধাগ্রস্ত রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বিশ্বের বড়ো বড়ো দেশগুলো। তারা এখনও কূটনীতির কুটকচালী বজায় রেখে চলেছে। ইউক্রেনকে কিছু অস্ত্র শস্ত্র দেওয়া ছাড়া মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্নে এখনও তারা নীরব। রাষ্ট্রপুঞ্জের লাগাতার হুমকি সত্ত্বেও পুতিন তাকে আমল দিতে নারাজ। যেন তেন প্রকারেণ নিজেদের দেশের অংশ হিসাবে চাই ইউক্রেনকে। স্বাধীনভাবে কোনও দেশ রাশিয়া ছেড়ে যাওয়ার পর ন্যাটোর সদস্য হতে চাইবে, এটা না পসন্দ রাশিয়ার। আর সেই অপছন্দেরই মাসুল দিতে হচ্ছে সাধারণ ইউক্রেনবাসীদের। শুধু ইউক্রেনবাসী কেন, রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধের মাসুল গুনছে সারা পৃথিবীর ছোটখাটো দেশ যারা ইউক্রেন মারফৎ সহজে তেল আমদানি করতে পারতো। ভারত উপমহাদেশের প্রত্যেকটি ছোটখাটো দেশ আজ জ্বালানির বাড়তি মাসুল গুনতে নিজেদের অর্থনীতিকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে। কোথাও চলছে পাওয়ার কাট আবার কোথাও গাড়ি–ঘোড়া বন্ধ থাকছে সাপ্তাহিক নিয়মে। এতো মানুষের এসব কষ্ট দেখেও মানবাধিকারের কথা প্রচার করা বড়ো বড়ো দেশগুলো ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে রয়েছে। এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে পৃথিবীতে শক্তিধর দেশের ইচ্ছার কাছে পদানত সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা তাদের পাশে আসলে দাঁড়াবার কেউ নেই।

আশঙ্কা এই পরিস্থিতিকেই কাজে লাগাতে পারে চিনের মতো আগ্রাসী দেশ। ইতিমধ্যে তারা তাইওয়ানকে গ্রাস করবে বলে বিষাক্ত ফণা বের করতে শুরু করেছে। যেভাবে এক সময় তিব্বতকে গ্রাস করে তা ভোগ দখল করছে চিন সেভাবেই তারা চায় তাইওয়ান দখল করতে। রাশিয়া ইউক্রেন তাদের সেই ইচ্ছায় শক্তি যোগাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ রাশিয়ার হুঙ্কার দেখে বুঝে গিয়েছে শক্তিধর দেশগুলিকে মোকাবিলা করার মতো কলিজা বিশ্বের কোনও শক্তিরই নেই। এরপর চিন যদি তাইওয়ান আক্রমণ করে এবং সেই দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করে তাহলেও সারা পৃথিবী চুপ করেই থাকবে।

এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ভারত সহ উন্নয়ণশীল দেশগুলো ভুগছে দোলাচলে। তারা কোনদিকে যাবে তা ঠিক করে উঠতে পারছে না। এক দিকে স্বাধীনতা গ্রাস করার বিরুদ্ধে বিবেকের দংশন অন্যদিকে নিজেদের অর্থনীতি বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ। এর বাইরে রাশিয়া বিরোধিতায় গেলে কাকে পাশে পাওয়া যাবে সেটাই তাদের কাছে বড়ো প্রশ্ন। ভারত ইতিমধ্যেই রক্তপাত, ধ্বংস বন্ধ করে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু রাশিয়া এসব প্রস্তাবকে দুর্বলের আস্ফালন বলেই মনে করে। ফলে প্রত্যাশিত ভাবেই কোনও সাড়া মেলেনি। সময়ের চক্রে ইউক্রেন বধ রোখা যায়নি। আন্তর্জাতিক সমস্ত সংগঠন চুপ করে রাশিয়ার সদিচ্ছার দিকে তাকিয়ে দিন গুনছে। এর আগে স্তালিনকে রাশিয়ার শাসক হিসাবে নিষ্ঠুরতার নজির রাখতে দেখেছে সারা বিশ্ব। যাঁকে রাশিয়ার মুক্তিদাতা বলে মনে করা হয় সেই লেনিনের অত্যাচারের কাহিনীও লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন অনেকেই। তারই উত্তরসুরী পুতিন আগ্রাসন সঙ্গী করে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। একবার ইউক্রেনকে গ্রাস করতে পারলে পুরনো সোভিয়েত ইউনিয়নের টুকরো টুকরো সদস্য দেশগুলোকে আনা সহজ হবে। তাই রাশিয়া মরিয়া, ইউক্রেনকে তাদের চাই।

পাঠকের কলমে

মৃতদেহের প্রতি থানার অমানবিক আচরণ বন্ধ হোক

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে যখন 'মা–মাটি–মানুষ'–এর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন এরাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় উদ্ধার হওয়া সাধারণ মানুষের মৃতদেহের প্রতি থানাগুলির অমানবিক আচরণ আপনজনদের অনেক কষ্ট দেয়।এধরনের আচরণ অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচি বলেই আমি মনে করি। এ শুধু আমার কথা নয়, এই দাবির প্রতি হাজার মানুষেরও সহমত রয়েছে। বিশেষ করে অস্বাভাবিক তথা হৃদয় বিদারক ঘটনায় কোনও প্রিয়জনের অকালমৃত্যুতে যাঁরা শোকার্ত তাঁরা কোনওভাবেই মৃতদেহের প্রতি থানা–পুলিশের অমানবিক আচরণ মেনে নিতে পারেন না। আত্মহত্যা, খুন, দুর্ঘটনা সহ বিভিন্ন অস্বাভাবিক ঘটনার পর পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং থানায় নিয়ে আসে। তারপর পরিস্থিতির অনুযায়ী সেই মৃতদেহ থানার একটি নির্দিষ্ট ঘরে দীর্ঘক্ষণ এমনভাবেই রেখে দেওয়া হয় যা সাধারণ মানুষের মনকে ভীষণ তীব্র কষ্ট দেয়। ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের পুলিশমর্গে নিয়ে যাওয়ার আগে থানার ওই নির্দিষ্ট ঘরের মেঝেয় মৃতদেহ কোনওরকমে কার্যত অযত্নেই ফেলে রেখে দেওয়া হয়।আমার মতো অনেকেই আছেন যাঁরা থানার এমন অমানবিক আচরণ কোনওভাবেই বরদাস্ত করতে পারি না। মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসার পর সেগুলি কোনও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে স্ট্রেচার কিংবা কনটেইনারে সযত্নে রাখতে হবে। শুনেছি, এরকমই নাকি সরকারি নির্দেশনামা রয়েছে। তবে এই নির্দেশনামা খাতায়কলমে না রেখে তার বাস্তবায়িত রূপটাই আমরা দেখতে চাই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার এব্যাপারে কার্যকর ভূমিকায় আমরা অত্যন্ত ব্যথিত এবং হতাশ। এখানকার থানা চত্বরের একটি নির্দিষ্ট ঘরে মৃতদেহ অযত্নে মেঝেয় ফেলে রাখা হয়। আমাদের মতো সাধারণ কোনও শোকার্ত মানুষজন তাঁর প্রিয়জনের মৃতদেহের প্রতি পুলিশের এমন অমানবিক আচরণ দেখে চুপ করে থাকতে পারে না। অবিলম্বে এবিষয়ে পুলিশের কার্যকর পদক্ষেপ প্রত্যাশা করি।

টুকি রায়
পূর্বস্থলী, পূর্ব বর্ধমান

খুনের কারণ ফাঁস

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগরে প্রকাশ্যে প্রতিবেশী খুনের আসল কারণ উঠে এল পুলিশের বিশেষ তদন্তে। প্রতিবেশীকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় উঠে এল এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। এই ঘটনায় অভিযুক্ত যুবকের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল মৃত হজরত গাজীর নাবালক ছেলের নামে থাকা জায়গার দলিল। উদ্ধার হলো হজরতের স্ত্রীর নামের ব্যাংকের পাস বই।

গত ১০ অক্টোবর সকালে প্রকাশ্য দিবালোকে জয়নগর থানার অন্তর্গত উত্তর দুর্গাপুর অঞ্চলের মিস্ত্রি পাড়ার বাসিন্দা সইদুল গাজী প্রতিবেশী যুবক হজরত গাজীকে বাড়ির কাছেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে। প্রতিবেশীরা তাকে পদ্মের হাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই মৃত্যু হয় তার। অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত সইদুল গাজীকে। এরপর ১২ তারিখে তাকে বারুইপুর মহকুমা

আদালতে নিয়ে গেলে আদালত তদন্তের স্বার্থে চারদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। অভিযুক্ত সইদুলকে পুলিশ দফায় দফায় জেরা করে ওই খুনের ঘটনার নানান তথ্য উদ্ধার করে। ১৩ তারিখ সকালে সইদুলকে সঙ্গে নিয়ে জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী নেতৃত্বে তদন্তকারী অফিসার এস আই তুহিন ঘোষ, এস আই দিগন্ত মন্ডল, এস আই তন্ময় দাস সহ পুলিশের একটি বিশেষ দল দুর্গাপুর পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকা থেকে সইদুলের ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র টি উদ্ধার করে। এদিকেপুলিশের জেরায় সইদুল জানায়, হজরত কর্মসূত্রে দিল্লিতে থাকে। সে কোন এক ব্যক্তির কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা ধার নিয়ে পরিশোধ করতে না পারায় প্রতিবেশী সইদুলের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তার কাছ থেকে নাবালক ছেলের নামে কেনা জমির দলিল জমা রেখে টাকা নিয়ে ওই ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করে। সইদুলের সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয়, দিল্লিতে কাজ করে সে তাঁর স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাবে এবং সেই টাকা হযরতের স্ত্রী ব্যাঙ্ক থেকে তুলে সইদুলের ঋণ পরিশোধ করবে। এই চুক্তির ভিত্তিতে হজরত তার স্ত্রীর নামে ব্যাঙ্কের পাস বইটি ও সইদুল গাজীর কাছে জমা রাখে। কিন্তু মাসের পর মাস গড়িয়ে গেলেও হজরত তার কোন টাকাই শোধ করতে পারেনি বলে দাবি সইদুলের। হজরতের অবর্তমানে তার স্ত্রী ব্যক্তিগত কাজে সইদুলের সাহায্য নেওয়ায় হজরত তার স্ত্রীর সঙ্গে সইদুলের অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগও তোলে। পুরো ঘটনায় হজরত ও সইদুলের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হতে থাকে। ১০ অক্টোবর হজরতকে সইদুল হঠাৎই ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে এবং এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকলে ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে হজরত গাজী। এরপর পদ্মের হাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

সইদুলের কথার গুরুত্ব দিয়ে জয়নগর থানার আইসি রাকেশ চ্যাটার্জির নেতৃত্বে এই ঘটনার তদন্তকারী অফিসার তুহিন ঘোষ সহ পুলিশের একটি বিশেষ দল শুক্রবার রাতে অভিযুক্ত সইদুলের বাড়ি পৌঁছায় এবং তার আলমারি থেকে হজরত গাজীর নাবালক ছেলের নামের জায়গার দলিল এবং তার স্ত্রীর ব্যাংকের পাস বই উদ্ধার করে। সইদুলকে নিয়ে পুলিশ তার পাড়ায় পৌঁছলে পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই পুলিশকে ঘিরে সইদুলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায়। জয়নগর থানার আইসি রাকেশ চ্যাটার্জি তাদেরকে আশ্বস্ত করে বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে, আদালতের উপর আপনারা আস্থা রাখুন।

বৃষ্টির আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যেই মৎস্যজীবীদের শনিবারের মধ্যে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। ১২টি এনডিআরএফের টিম রাখা হচ্ছে। সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক সংশ্লিষ্ট আধিকারিদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। নদী বাঁধের ওপর নজরদারী করা হচ্ছে। উপকূলবর্তী এলাকা থেকে মানুষদের সরিয়ে আনতে বলা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী ব্লকে ব্লকে মজুত করতে বলা হয়েছে। সুন্দরবন এলাকার ব্লক গুলিতে ইতিমধ্যেই মাইকিং এর মাধ্যমে জনগনকে সচেতন করা শুরু হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুরে জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা শুক্রবার দুপুরে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন। গঙ্গাসাগরে সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা সেচ দফতর, বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর, সিভিল ডিফেন্সের আধিকারিকদের সঙ্গে শুক্রবার জরুরি বৈঠক করেন। আজ শুক্রবার মুখ্য সচিব উর্দ্ধতন আধিকারিকদের নিয়ে সভা করবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বৃহস্পতিবার জনগণকে সাবধানে থাকতে বলেছেন। যদিও 'সিত্রং' কোথায় আছড়ে পড়বে সে ব্যাপারে দিল্লির মৌসম ভবন এখনও স্পষ্টভাবে কিছু জানাতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গ না বাংলাদেশ কোথায় আঘাত হানে 'সিত্রং' সেটাই এখন দেখার।

শব্দবাজি উদ্ধার

প্রথম পাতার পর

তল্লাশিতে তারাও হয়রান। বাজী ব্যবসায়ীদের আক্ষেপ দুবছরের খরা কাটিয়ে ব্যবসা একটু ঘুরে দাঁড়ানোর মুখেই পুলিশের এই তৎপরতা পথে বসিয়ে দিয়েছে তাদের। মহাজনের কাছ থেকে ধার নিয়ে যারা বাজি তৈরি ব্যবসায় নেমেছেন তারাও ক্ষতির মুখে পড়ছেন বলে অভিযোগ।

যদিও এই সব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন পুলিশ কর্তারা। তাদের দাবী নানা ছুতো দেখিয়ে ব্যবসায়ীরা শব্দবাজির বিরুদ্ধে অভিযানকে কাঠগড়ায় তুলছেন। পুলিশ কঠোরভাবে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে, হয়রানির অভিযোগ ঠিক নয়।

ছাড়ার হিড়িক

প্রথম পাতার পর

নবাগতদের হাতে বিজেপি দলীয় পতাকা তুলে দিলেন স্থানীয় বিধায়ক অনুপ সাহা। বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ভোট পরবর্তী হিংসার ফলে তৃনমূলের সন্ত্রাসে ভীত হয়ে বিজেপির দুইশোজন কার্যকর্তা তৃনমূলে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারাই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আবার পুনরায় বিজেপিতে ফিরে এলেন। তৃণমূল কংগ্রেস নামক অশুভ শক্তিকে বিনাশ করার জন্য তাদের সংকল্পবদ্ধ করছি।

রাজ্যে ডেঙ্গুর প্রকোপ প্রতিদিন বাড়ছে, মৃত্যুও থেমে নেই। মহেশতলা পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বজবজ লাইনের নুঙ্গি রেল স্টেশন লাগোয়া ঘুমো পাড়ায় দেখা গেল জমে থাকা জলে মশার আঁতুরঘর। পুরসভা নির্বিকার। ছবি : অরুণ লোধ।

আন্দোলনরত টেট চাকরি প্রার্থীদের গতকাল সারাদিন সারারাত ধরে পুলিশ যে ভাবে নির্মম অত্যাচার করেছে তার প্রতিবাদে আজ ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা বিজেপির পক্ষথেকে বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল ও আমতলা চৌরাস্তা মোড়ে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির কনভেনার নিতিশ মণ্ডল সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু জেলা নেতা বিধান পারুই লীলাময় মণ্ডল সহ অন্যান্য নেতা কর্মী। –নিজস্ব চিত্র

বেহালার চৌরাস্তার সন্নিকটে কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের মাঠে সরকারি অনুমোদিত সবুজ বাজির বাজার ২০ অক্টোবর থেকে শুরু হল। তবে ক্রেতা সমাগম অনেক কম। ছবি– বরুণ মণ্ডল

আবার 'মাতৃবন্দনা' যোজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অন্ত:সত্ত্বা মায়েদের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী 'মাতৃবন্দনা যোজনা'র নাম পরিবর্তন করে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এ রাজ্যে 'বাংলা মাতৃ প্রকল্প' নামের স্টিকার লাগিয়ে এতোদিন চালানো হচ্ছিল। ফলস্বরূপ, নয়া দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার প্রকল্পের অর্থ বন্ধ করতেই তৃণমূল সুপ্রিমোর স্টিকার প্রকল্পের বেলুন অবশেষে চুপসে যায়। শেষ পর্যন্ত নয়া দিল্লির শর্তেই রাজি হল তৃণমূল সুপ্রিমোর রাজ্য। সারা দেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও প্রধানমন্ত্রী 'মাতৃবন্দনা যোজনা' নামেই চালু থাকবে অন্তঃসত্ত্বা মায়েদের জন্য এ প্রকল্প। রাজ্যের সল্টলেক সেক্টর ফাইভস্থিত স্বাস্থ্য ভবনের খবর, রাজ্যের নারী ও শিশু উন্নয়ন দফতরের তরফে নয়াদিল্লির সরকারকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে, এ রাজ্যেও প্রকল্পের নাম ওই একই প্রধানমন্ত্রী 'মাতৃবন্দনা যোজনা' থাকবে। এরপরেই জটকাটে প্রধানমন্ত্রী 'মাতৃবন্দনা যোজনা' নাম বদলে এ রাজ্যের 'বাংলা মাতৃ প্রকল্প'–এর। এই টানাপোড়েনে অচলাবস্থা চলায় বঞ্চিত হন এ রাজ্যের চার লক্ষ মা। জট কাটায় ৭ অক্টোবর থেকে ফের এই প্রকল্পে নথিভুক্ত মায়েরা হাতে টাকা পেতে শুরু করেছেন। নয়াদিল্লির কাছ থেকে প্রথম কিস্তির ১০৭ কোটি টাকা মিলেছে। এখন

কেন্দ্রের বরাদ্দ সুনিশ্চিত করতেই, আবেদনপত্র থেকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সর্বত্র মুছে ফেলা হয়েছে বাংলা 'মাতৃবন্দনা যোজনা'র নাম।

আলিপুরে চলছে জেলা অসামরিক প্রতিরক্ষা ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের মহড়া। –নিজস্ব চিত্র

জয়নগর টাউন হলের বাগান থেকে সদ্যজাত শিশু কন্যার মৃতদেহকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগরে সাত সকালে সদ্যজাত এক শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হলো। শুক্রবার সকালে জয়নগর টাউন হলের বাগানে এক সদ্যজাত শিশু কন্যার মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছ।য়।স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পেয়ে খবর দেয় জয়নগর টাউন হলের কেয়ার টেকার,জয়নগর থানা ও জয়নগর মজিলপুর পুরসভায়। জয়নগর টাউন হলের কেয়ার টেকার খবর পেয়ে হলের গেট খুলে দেখে বাগানে প্লাসটিক মুড়ে মৃত শিশু কন্যাটিকে কেউ বা কারা ফেলে রেখে গেছে। আর এরই মধ্যে জয়নগর থানার পুলিশ ঘটনা স্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

আর এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। আর এদিন পুরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার জয়নগর থানায় দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে বলেন, কে বা কারা এই সদ্যজাতকে টাউন হলের বাগানে ফেলে যায়। টাউন হলের কেয়ারটেকার আমাকে জানানোর পরে আমি চলে আসি থানায়। যে কোনো নার্সিংহোম থেকে মৃত শিশু কন্যাটিকে ফেলে যেতে পারে। তবে আমি চাই এই সদ্যজাতের পরিচয় তদন্ত করে বার করা হোক। আর যারা এই ধরনের ঘৃণ্য ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। কেয়ারটেকার আনসার সেখ এদিন বলেন, আমি খবর পাওয়া মাত্র এসে দেখি বাগানে পড়ে আছে একটি শিশু কন্যা। কাছে গিয়ে দেখি মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। কেউ বা কারা রাতের অন্ধকারে টাউন হলের বাগানে ফেলে গেছে। তবে পুরো ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন জয়নগর থানার পুলিশ।

কয়লা উদ্ধার, গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ১৫ অক্টোবর গভীর রাতে সাহাপুর ফুটবল ময়দান থেকে একটি পিকআপ ভ্যান থেকে পাঁচ মেট্রিক টন কয়লা উদ্ধার করল বীরভূমের সদাইপুর থানার পুলিশ। যার বাজার মূল্য প্রায় সত্তর হাজার টাকা। ভ্যানের চালক এবং খালাসীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হল মেহেরপুর গ্রামের শেখ সালাম ওরফে ঝন্টু এবং সাহাপুর গ্রামের শেখ আখিনুর। রবিবার সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

লাঠির নিদান তৃণমূল ব্লক সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামপুরহাট ১ নং ব্লক তৃনমূলের উদ্যোগে ১৬ অক্টোবর বিজয়া সম্মেলনীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ওই ব্লকের তৃণমূল সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি বলেন, সামনের নির্বাচনে আমাদের প্রত্যেকের হাতে হাতে লাঠি চাই। সেই লাঠির সঙ্গে ঝান্ডা থাকবে সেই ঝান্ডা দিয়ে আমরা বিরোধীদের পরাজিত করবো। মঞ্চে তখন ছিলেন তৃণমূল সহসভাপতি মলয় মুখ্যাজী, পর্যবেক্ষক ত্রিদিব ভট্টাচার্য। এই বক্তব্য ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। নলহাটি হরিপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজয়া সম্মেলনী শেষে সিরাজ সৈয়দ জিম্মির বিতর্কিত বক্তব্য বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার তথা রামপুরহাট বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক আশিস ব্যানার্জী বলেন, আমি এই বক্তব্যটা শুনি নি। মমতা ব্যানার্জি অভিষেক ব্যানার্জীর নির্দেশে পঞ্চায়েত নির্বাচন অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে হবে সুন্দরভাবে হবে। সৈয়দ সিরাজ জিম্মির বক্তব্য বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মঞ্চে ছিলেন না বলে সাংবাদিকদের জানান সাংসদ শতাব্দী রায়।

ভুয়ো চিকিৎসার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নলহাটি ২নং ব্লকের অন্তর্গত মোস্তফা ডাঙ্গাপাড়ার শেখ ওবায়দুল্লাহ সহ ওই এলাকার মনিরুল হক সহ একাধিক ব্যক্তিদের অভিযোগ তাদের গ্রামে কাশেম শেখ নামক এক অসাধু ব্যক্তি ভুয়ো ডায়গোনিস্ট সেন্টারের নাম দিয়ে অবৈধভাবে ক্যাম্প করে রোগীদের চিকিৎসার নামে আর্থিক প্রতারণা করছে। এমনকি রোগীদেরকে ভুল রিপোর্ট দিয়ে প্রতারিত করছিলেন বেশ কিছুদিন থেকে। গ্রামবাসীরা যখন জানতে পারে তারা প্রতারিত হচ্ছে চিকিৎসার নামে এই মর্মে সেখ ওবায়দুল সহ গ্রামবাসীরা একত্রে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রীসহ স্বাস্থ্য দপ্তর, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, জেলাশাসক, নলহাটি ২নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে ইমেল মারফত। বারবার ফোন করা হলে ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া মেলে নি অভিযুক্ত কাশেম শেখের।

ট্রেন থেকে এক যুবককে ধাক্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় মদ্যপ অবস্থায় বচসার জেরে চলন্ত ট্রেন থেকে এক যুবককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল এক ব্যক্তি। ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল সেই ভিডিও। ঘটনাটি ঘটেছে মালদাগামী হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে তারাপীঠ রোড ও রামপুরহাট স্টেশনের মাঝে। ভিডিওটি করেছে এক মূক ও বধির যুবক।

ভিডিও করা যুবকটি মুরারই থানায় ঘটনার কথা জানায়। মুরারই থানার পুলিশ রেল পুলিশকে বিষয়টি জানায়। জখম যুবককে উদ্ধার করেছে রেল পুলিশ। জখম যুবকের নাম সজল শেখ (২৫)। বাড়ি রামপুরহাট পুরসভার সন্ধিপুরে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নাসের শেখ নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মূল অভিযুক্ত মন্টু মন্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে রেল পুলিশ। মন্টু রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল। কলকাতায় খাদ্য দপ্তরে কর্মরত। মঙ্গলবার রামপুরহাট আদালতে তোলা হলে ধৃতকে চোদ্দোদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

বাজি ও মশলা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ১৭ অক্টোবর খুজুটিপাড়া শ্রীদুর্গা ভান্ডার থেকে প্রচুর পরিমাণে শব্দবাজি উদ্ধার করলো নানুর থানার পুলিশ। দোকান মালিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম কৃষ্ণকান্ত মন্ডল বাড়ি নানুর থানার রামকৃষ্ণপুর গ্রামে। গত সোমবার রাতে রামকৃষ্ণপুর গ্রাম থেকেও প্রচুর পরিমাণে বাজি তৈরির মশলা উদ্ধার করে নানুর থানা। একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম গণেশ ঘোষ বাড়ি রামকৃষ্ণপুর গ্রামে। শব্দবাজি উদ্ধারের ক্ষেত্রে জেলাজুড়ে এইরকম অভিযান চলবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাম জনসভায় জনজোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : লুটেরাদের হাত থেকে উদ্ধার করে ফের গড়তে হবে মানুষের পঞ্চায়েত – এই দাবিতে সোচ্চার হয়ে ফের হাজার হাজার মানুষ নামলেন পথে। সিপিআইএম-এর ডাকে ১৮ অক্টোবর মহামিছিল থেকে আবারও আওয়াজ উঠলো চোর ধরো জেল ভরো। মিছিলে রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, পলিটব্যুরো সদস্য রামচন্দ্র ডোম উপস্থিত ছিলেন। মিছিল থেকে শুধু লুটের রাজত্ব খতম করার দাবিই নয় মানুষ গলা ফাটিয়ে লুটের হিসাব বুঝে নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহম্মদ সেলিম বলেন, যাদের জীবনের অমূল্য সময় গিয়েছে তাদের জীবনের ক্ষতিপূরণ আমরা আদায় করে ছাড়বো এবং যে পুলিশ অফিসার তৃণমূল বিজেপি নেতার হয়ে মিথ্যা মামলা করছে তাদের চাকরি থাকবে নাল লিখে নিন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য

সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন মমতা ব্যানার্জি অনেকদিন ঘোমটা টেনে খেমটা নেচেছেন। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা লুট হয়েছে কিন্তু কেন্দ্র সরকার কিছু করে নি,করবেও না। কারণ তারা বখরা পায়। কান্তে হচ্ছে মেহনতী মানুষের হাতিয়ার। বুধবার খয়রাশোল জনসভায় রাজ্য সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেন সিপিএম নেতা শতরুপ ঘোষ। জনসভায় ভিড় দেখে উজ্জীবিত বাম শিবির।

মহানগরে

যুব উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সূচনা করেছিলেন যুব উৎসবের। সারা ভারত জুড়ে চলছে এই যুব উৎসব। দক্ষিণ কলকাতা জেলার যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয় নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল লাইব্রেরির অডিটোরিয়ামে। সকাল থেকেই আঁকা, মোবাইল ফটোগ্রাফি, বক্তৃতা, কবিতা লেখা এবং নাচের প্রতিযোগিতা চলে। এই প্রতিযোগিতা গুলিতে

প্রায় দু'শোর বেশি যুবা যুবরা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল যুবদের নাগরিক হিসেবে কর্তব্য। এছাড়াও দ্বিতীয় পর্যায়ের এক মনোগ্রাহী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুব কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছিল। এন ডি আর এফ-এর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানের তরফ থেকে একটি বিপর্যয় মোকাবিলার প্রথম পদক্ষেপে নাগরিক হিসেবে আমাদের কি কর্তব্য তা তারা সকলকে দেখান এবং শেখান। এদিনের এই অনুষ্ঠানে এসএসবি কলকাতার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সেকেন্ড ইন কমান্ড বারজি সিং, এবং ডেপুটি কমান্ডার রবি শংকর এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত, হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় এবং বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র। সকলেই তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করে ভারতের জন্য যে তারা কতটা প্রয়োজন সেই গুরুত্বটা তাদের বুঝিয়ে দেন। এবং ভারতের জন্য তাদের কাজ করবার প্রেরণা যোগান। ভারতের ভবিষ্য গড়তে যুবকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য সবাই হাতে হাত মিলিয়ে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বলেও তারা জানান তবেই হবে এই যুব উসবের সাফল্য। পিসি সরকার জুনিয়র সকল বিজেতাদের হাতে শংসাপত্র এবং উপহার তুলে দেন।

কবিতা লেখা প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে ছিলেন মহুয়া দাস এবং সৌভিক গাঙ্গুলী। মোবাইল ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে ছিলেন শি গুপ্ত, শুভজিৎ নন্দী এবং সোহম রায়। বক্তৃতা প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর জয়ন্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ দেন নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার ডিস্ট্রিক্ট ইয়ুথ অফিসার অন্তরা চক্রবর্তী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার পক্ষথেকে আনন্দ মণ্ডল।

কলকাতায় কেইআইআইপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার অন্তর্গত যেসব ওয়ার্ডে কেইআইআইপি'র কাজ চলছে, সেগুলি কবে শুরু হয়েছিল? কবে ওই কাজ গুলি শেষ হবে? বর্তমানে কত শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে? কলকাতা পুরসংস্থার বাম পুরপ্রতিনিধি নন্দিতা রায়ের প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা পুরসংস্থার নিকাশি ও জলপ্রকল্পের উন্নয়নের জন্য কেইআইআইপি'র কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের থেকে ৪০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ নেওয়া হয়েছে তিন ভাগে। প্রথম ধাপে ১০০ মিলিয়ন ডলার, দ্বিতীয় ধাপে ২০০ মিলিয়ন ডলার আর তৃতীয় ধাপে ১০০ মিলিয়ন ডলার। প্রথম ১০০ মিলিয়ন

ডলারের কাজ ২০২০ সালে শেষ হয়ে গিয়েছে। আর বাকি যে দু'টি কাজ ২০০ মিলিয়ন ডলার এবং ১০০ মিলিয়ন ডলারের কাজ দু'টি যথাক্রমে ২০০ মিলিয়নের কাজ ৭০ শতাংশ শেষ হয়েছে আর ১০০ মিলিয়ন ডলারের কাজ ৫০ শতাংশ শেষ হয়েছে।

মহানাগরিক এ বিষয়ে আর বলেন, ' সমস্ত কাজটাই আমি নিজে থেকে বারংবার মিটিং করে নিয়মিত কাজের স্ট্যাটাস নিচ্ছি। এটার বিষয়ে আপনাকে কথা দিতে পারি, সমস্ত কাজটাই ২০২৩ – এর আগস্টের আগেই আগামী অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাসের মধ্যেই কাজটা শেষ করে দেওয়া হবে। তারপর আবার বেহালা পশ্চিমের সরসুনা ১২৭ ও পাুই দাস পাড়া ১২৮ নম্বর ওয়ার্ড এবং যাদবপুর পূর্বের বৃহত্তম ওয়ার্ড ১০৮ ও ১০৯ এই ওয়ার্ড গুলিতে আবার প্যাকেজ – থ্রি'র জন্য আবেদন করেছি। সেটার বিষয়ে দিল্লি থেকে স্যাংসন হয়ে গিয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই ম্যানিলায় গিয়ে প্যাকেজ – থ্রি'রজন্য সহিসাবুদ করা হবে। এই ওয়ার্ড গুলির সামগ্রিক ড্রেনেজ ও রাস্তার সিস্টেমটাকে বদলে দেওয়া হবে। সে বিষয়ে এডিবি'র সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। প্যাকেজ – থ্রি'র কাজ স্যাংসন এলেই আগামী অর্থবর্ষে কাজ শুরু হবে।

আবার ত্রিফলা আলো

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকার প্রধান রাস্তা গুলিতে ত্রিফলার আলো গুলি গত ২ – ৩ মাস বন্ধ করা আছে এবং মূল ল্যাম্প পোস্ট গুলিতে এল ই ডি আলো লাগানোর পর পোস্টের আশেপাশের গাছ গুলির শাখাপ্রশাখা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাস্তার ওপর আলোর রোশনাই কমে যাচ্ছে। আগামী দিনে কলকাতা পুর এলাকার ত্রিফলা আলো নিয়ে কলকাতা পুরসংস্থার কী পরিকল্পনা আছে, পুরপ্রতিনিধি ইন্দ্রনীল কুমারের এই প্রশ্নের উওরে পুর আলো দফতরের মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি বলেন, বর্ষার জন্য কলকাতা শহরের ত্রিফলা আলো গুলি জ্বালানো যায়নি। আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। বর্ষা বিদায়ের সময় আসন্ন। আবার ধাপে ধাপে কলকাতা শহরের ত্রিফলা আলো গুলি জ্বালানো শুরু হবে। এছাড়া, বর্তমানে ত্রিফলা আলো নিয়ে আর কোনও পরিকল্পনা কলকাতা পুরসংস্থার নেই।

ঋণের আবেদন রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার সংযুক্ত এলাকার মধ্যে ঠাকুরপুকুর– জোকার বরো – ১৬ – র ১২৬(সম্পূর্ণ), ১২৫(সম্পূর্ণ) এবং জোকার ১৪২ – ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের সামগ্রিক এলাকায় ভূগর্ভস্থ নিকাশী নালা নির্মাণ, বরো – ১৩ – র ১২২ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু এলাকার ভূগর্ভস্থ নিকাশী নালা নির্মাণ, বরো – ১৪ – র ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের সামগ্রিক এলাকায় ভূগর্ভস্থ নিকাশী নালা নির্মাণ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব দিকের বরো – ১২ – র ওয়ার্ড নম্বর ১০৬, হালতু ১০৭, রুবি – মাদুরদহের ১০৮ এবং সার্ভে পার্ক – অজয় নগর – পিয়ারলেস হসপিটাল – পঞ্চসায়রের একটি বৃহত্তম ওয়ার্ড ১০৯ –এ ভূগর্ভস্থ নিকাশী নালা নির্মাণ ও পানীয় জলের সরবরাহ এবং বরো – ৭ – এর ধাপা ৫৭ ও সায়েন্স সিটি ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডে ভূগর্ভস্থ নিকাশী নালা নির্মাণ ও পানীয় জলের সরবরাহ ঢেলে সাজাতে বিশ্ব ব্যাঙ্কের ঋণ পেতে চাইছে রাজ্যের

পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। ১৭ অক্টোবর কলকাতা পুরসংস্থার কেন্দ্রীয় পুরভবনে এনিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী – কলকাতা পুরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের সচিব খলিল আহমেদ– সহ পুরসভার শীর্ষ আধিকারিক। বৈঠকে কলকাতা ও হাওড়া পুরসংস্থা এলাকার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও মহেশতলা পৌরসভাসহ রাজ্যের একাধিক পুর এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ, নিকাশি নালা নির্মাণ, জঞ্জাল অপসারণ ব্যবস্থাপনা – সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছে ঋণের জন্য আবেদন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল দফতর এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে।

রবীন্দ্র ও সুভাষ সরোবরে ছট নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন ৩০ অক্টোবর ছট্ পুজো – ২০২২' উপলক্ষে সারা কলকাতা পুর এলাকা জুড়ে হুগলি নদী ও শহরের জলাশয়ে ৪৭ টি অস্থায়ী ঘাট তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা নগরোন্নয়ন সংস্থা। আগামী ৩০ ও ৩১ অক্টোবর ছট্ পুজো সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে পালনের জন্য 'বিধাননগরের উন্নয়ন ভবনে' ১৯

অক্টোবরের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। জলদূষণের প্রশ্নে জাতীয় পরিবেশ আদালতের নজরে থাকা দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর ও পূর্ব কলকাতার সুভাষ সরোবরকে এবার ছট্ পুজোর আওতা থেকে বাদ রাখা হয়েছে। কোনও ভাবেই এই সরোবর দুটিকে ব্যবহার করা যাবে না।

এদিকে কলকাতার যুগ্ম পুলিশ কমিশনারের তরফে ৩০ অক্টোবরের বিকেল ও ৩১ অক্টোবরের ভোরে ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান ছট্ পুজো – ২০২২ উপলক্ষ্যে হুগলি নদীর ১৭ টি ঘাটকে নির্বাচন করা হয়েছে। দইঘাট, বাজে কদমতলা ঘাট, গোয়ালিয়র ঘাট, জগন্নাথ ঘাট, নিমতলা ঘাট, বাবুঘাট, ছোটোলাল ঘাট, আহিরীটোলা ঘাট, বাগবাজার ঘাট, শোভাবাজার ঘাট, বিচালি ঘাট, কুমারটুলি ঘাট, পি.কে. ঠাকুর ঘাট, মায়েরঘাট, রতনবাবুর ঘাট, বিএনআর ঘাট এবং সুরিনাম ঘাট চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও কলকাতা পুর এলাকার নির্দিষ্ট করা আরও ৩০টি সৌন্দর্যায়িত পরিচ্ছন্ন জলাশয়ে ছট্ পুজোর জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী ঘাটের ও সংলগ্ন পথের কোনও রিপেয়ারিং থাকলে তা ২৯ অক্টোবরের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ কলকাতা পুলিশ তরফ থেকে কলকাতা পুরসংস্থার মহাধ্যক্ষ ও স্ট্যান্ড রোডস্থিত কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

লেন্স বার্তা

ফাঁকা বুথে চলছে ডেঙ্গুর প্রচার। এক হাত দূরেই পড়ে আছে আবর্জনার স্তুপ সাথে প্লাস্টিক।

সামনেই পুলিশ, তাতে কি? সীমানা পেরিয়ে থামা। আবার নিজের মতো চলে যাওয়া । মাথায় না হেলমেট, এক্কেবারে বেপরোয়া। একবালপুরে।

কালি কথা।

বাতাসে বাড়ছে দূষণ তার মধ্যেই চলছে খোলা আকাশের নিচে ফাস্ট ফুড এর রমরমা ব্যাবসা। বেহালায়। ছবি : অভিজিৎ কর।

এখানে ওখানে

নিজের হাতে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গড়ে পুজো করেন চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি : যে হাতে স্টেথোস্কোপ ধরেন সেই হাতেই গড়েন জগদ্ধাত্রী প্রতিমা। জগদ্ধাত্রী পুজোয় নিজের তৈরি প্রতিমাই পূজিত হন তাঁর বাড়িতে। শুধু তাই নয়, বাড়ির পুজোতেও থাকে সচেতনতার বার্তা। একজন চিকিৎসকের এমন প্রতিভা দেখতে আসেন বহু দর্শনার্থী। ভদ্রেশ্বর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে কৃষ্ণপটির শান্তিনগরের বাসিন্দা ডাক্তার বিপ্লবেন্দু তালুকদার। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের হেমাটলজি বিভাগে পড়ান তিনি। পেশায় চিকিৎসক হলেও ছোটবেলা থেকেই প্রতিমা তৈরির ঝোঁক তাঁর। ১৯৮০ সাল থেকে খেলাচ্ছলে শুরু করেছিলেন ঠাকুর গড়া। ৪২ বছরে পদার্পণ করল তালুকদার বাড়ির পুজো। মাঝে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর সময় কিছুটা বিঘ্ন ঘটে। বর্তমানে তিনি শুধু প্রতিমা গড়া বা পুজো নয়, সেই পুজোর মাধ্যমে আবার সমাজকে থ্যালাসেমিয়া রোখার বার্তাও দেন। তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্লাড ব্যাঙ্কের গুরুত্বপর্ণ দায়িত্ব ছাড়াও থ্যালাসেমিয়া স্টেট হেড প্রোগ্রাম অফিসার পদেও রয়েছেন। হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও বাড়ির প্রতিমা নিজেই তৈরি করেন। এবার থ্যালাসেমিয়া রোগের সচেতনতার বার্তা তিনি তুলে ধরেছেন। পুজোর পঞ্চমীর দিন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ৪০ জন শিশুদের নিয়ে বিপ্লবেন্দু ভদ্রেশ্বর ও চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা দর্শন করাবেন। ওইদিন থ্যালাসেমিয়া রোগীরা পুজোর উদ্বোধন করবেন। বাবা স্বর্গীয় নিখিল রঞ্জন তালুকদার। তাঁর প্রতিমা গড়া বসে বসে দেখতেন মা উষারানি দেবী। তাঁরা তিন ভাই এক দিদি। মুম্বাইয়ে থাকেন নির্মলেন্দু ও বিমলেন্দু। ছোট বিপ্লবেন্দু। ভাইপো সায়ন তালুকদার, বৌদি আরতি। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী সঞ্জিতা তালুকদার ব্যান্ডেলে অঙ্গিলারি কনভেন্ট স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষিকা।

একমাত্র মেয়ে শেওতি যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ে পড়ছে। পরিবারের সকলেই তাঁকে এই কাজে সাহায্য আর উৎসাহ দেন। গত বছরের গোড়ায় মা উষারাণি ও দিদি রত্নার মৃত্যু হয়। সেই বিষণ্ণতা নিয়েও তিনি মন দিয়ে প্রতিমা তৈরি করছেন, মাঝরাত পর্যন্ত চলে প্রতিমা তৈরির কাজ। বিপ্লবেন্দু বলেন, এবার পুজোতে আত্মীয়–স্বজন, বন্ধু বান্ধব অষ্টমী ও নবমীতে আসবেন। নবমীর দিন খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, কাঠামোয় খড় বাঁধা থেকে মাটিমাখানো, তারপর মূর্তি তৈরি এবং মায়ের রং থেকে শুরু করে মায়ের চক্ষুদান– সমস্ত কাজটাই নিজের হাতে করেন বিপ্লবেন্দু। প্রতিমা ১৭ ফুট উচ্চতার আর্টের রংবেরঙের চালচিত্র ও সাজ সজ্জায় শোভা পাবে। দশমীর দিন দুপুরে মহিলারা সিঁদুর খেলার পর স্থানীয় পুকুরে বিসর্জন হয়। আবার একটা বছরের প্রতীক্ষা।

হাওড়া স্টেশনে ফুড প্লাজা

যাত্রী সুবিধার জন্য পুজোর আগে হাওড়া স্টেশনে চালু হল ফুড প্লাজা। কোভিডের কারণে গত দু'বছর বন্ধ ছিল এই ফুড প্লাজা। ফলে অসুবিধায় পড়েছিলেন হাওড়া স্টেশনের যাত্রীরা। আইআরসিটিসির তত্ত্বাবধানে এই ফুড প্লাজায় পাওয়া যাবে আমিষ এবং নিরামিষ খাবারের রকমারি পদ। নানা ধরনের স্ন্যাকস, মিষ্টি, পানীয়, লাঞ্চ এবং ডিনারের নানা পদ। বসে খাওয়ার সুবন্দোবস্তও রয়েছে। পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম মনীশ জৈন ফুড প্লাজার উদ্বোধন করেন। আইআরসিটি ইন্টার্ন জোনের জেনারেল ম্যানেজার আজম বলেন, যাত্রীরা তিনটি রেটে খাবার পাবেন। এখানে বসে খাওয়ার পাশাপাশি ট্রেনে ওঠার আগে প্যাকেট বন্দি খাবার এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবেন তারা। **ছবি : অয়ন ঘোষ।**

হাওড়া স্টেশন থেকে বের হওয়ার মুখে সিঁড়ির কাছেই বসে মুসলিম মহিলারা দুপুরে মুড়ি, শসা ও চপ দিয়ে হালকা আহার করছেন। তাদের বাড়ির রোগী মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি। চিন্তায় সকলে। যাবেন সালার ট্রেন ধরে কাটোয়া।

হাওড়া স্টেশনের বাইরে জনবহুল রাস্তায় শরৎচন্দ্রের মর্মর মূর্তির পাশেই দেওয়াল জুড়ে শ্রীনারায়ণ দেবনাথের সৃষ্টি বাঁটুল দি গ্রেট–এর রাস্তা পারাপার করার ট্রাফিক নির্দেশ তুলে ধরেছে ছবির মাধ্যমে।

ছবি — বাবু শর্মা

যুবদের নিয়ে সমাজ গড়ার কাজে ৭৮ বছর ধরে এগিয়ে চলেছে 'হিন্দ্ সংঘ'। ২০২১–২২ সালে হিন্দ সংঘের মুকুটে আর একটি পালক সংযোজন হলো। ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া দফতরের নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার পক্ষ থেকে সেরা সংগঠন হিসাবে বেছে নিয়েছেন। জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র ও এসএসবি কলকাতার সেকেন্ড ইন কম্যান্ড বার্জিত সিং সংশাপত্র তুলে দেন।

মাঙ্গলিকী

উদ্ভাবনীমূলক আধুনিক শিক্ষায় নবজাগরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'ইনোভেটিভ সেন্টার ফর কম্পারেটিভ ইন্ডিয়ান লিটারেচার অ্যান্ড লোকাভরণ সায়েন্টেফিক রিসার্চে'র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ১৯ অক্টোবর কলকাতার রোটারি সদনে আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী'র ৯৯ তম জন্মতিথি পালিত হল। এদিন সংস্থার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোকপাত করেন সংস্থার সম্পাদক অধ্যাপক সুভাষ হালদার। উদ্ভাবনী গবেষণামূলক শিক্ষাই ভবিষ্যৎ একেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা শোনালেন সুভাষবাবু। এদিন বিশিষ্ট কয়েকজনকে সম্মানিতও করা হয়। নীরেন্দ্রনাথের পুত্র কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, কন্যা সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্য পরিচালক মনোজ মিত্র সহ বহু বিশিষ্ট মানুষজন এদিন উপস্থিত ছিলেন।

অভিনব অঙ্কন কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : চারুকলা (Fine Arts) ও চেতলা হিন্দ সংঘের যৌথ উদ্যোগে অয়োজিত হলো এক অভিনব অঙ্কন কর্মশালা। দক্ষিণ কলকাতার চেতলায় হিন্দ সংঘ পূজা প্রাঙ্গণে কালী পূজা উপলক্ষে 'শক্তি ' ভাবনাকে বেছে নিয়ে ২১ অক্টোবর ২০২২ আয়োজন করা হয়েছিল এই কর্মশালা। এই প্রয়াসে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ক্যামলিন সংস্থা ও ভারত সরকার অনুমোদিত নেহেরু যুব কেন্দ্র।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চারুকলার কর্ণধার রাজদীপ দাস সহ হিন্দ সংঘের সভাপতি প্রণব ভূষণ গুহ, ক্যামলিনের পক্ষ থেকে শিল্পী অংশুমালা সিংহ চৌধুরী ও বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন আকাদেমি অব ফাইন আর্টসের প্রাক্তন অধ্যাপক বর্ষীয়ান শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল।

দুর্গাদাস সরকারের স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আলিপুর বার্তার প্রবীণ সাংবাদিক ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির আজীবন সদস্য প্রয়াত দুর্গাদাস সরকারের স্মরণসভা ১৬ অক্টোবর সকাল ১১ টায় অনুষ্ঠিত হলো সামালি বিবেক নিকেতনে। উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ, আলিপুর বার্তার সম্পাদক জয়ন্ত চৌধুরী, সাংবাদিকবৃন্দ, সমিতির সদস্য সদস্যরা। এছাড়াও উপস্থিত থেকে প্রয়াত সরকারকে শ্রদ্ধা জানায় সমিতির আবাসিকরা। প্রথমে এক মিনিট নীরবতা পালন করে সভা শুরু হয়। এরপর প্রয়াত সরকারের প্রতিকৃতিতে ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সকলে। উপস্থিত সমিতির প্রবীণ সদস্য কমলা প্রসাদ ভট্ট স্মৃতিচারণে বলেন, দুর্গাদাসের মত সরল মানুষ আজকের দুনিয়ায় বিরল। প্রণব গুহ তাঁর সঙ্গে দুর্গাদাসের নানা সময় কাটানোর স্মৃতিকথা তুলে ধরেন। এছাড়াও স্মৃতিচারণ করেন জয়ন্ত চৌধুরী, নির্মল গোস্বামী, শ্যামল মুখার্জী, সুধীর নন্দী, কুনাল মালিক, প্রিয়ম গুহ সহ অনেকে।

জেনেসিস বার্তা পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশ

শ্রেয়সী ঘোষ : গোয়াবাগানে অবস্থিত বয়েজ ও'ন লাইব্রেরি হলে গত ১৫ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যায় জেনেসিস বার্তা পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশকে কেন্দ্র করে এক অভূতপূর্ব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। শুরুতেই দুর্গা বন্দনা ।ওই গিরি নন্দিনী নন্দিত মেদিনী এই গানের সঙ্গে নাচের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি হল ।নৃত্য পরিবেশন করলেন অনুরিমা ঘোষ। উদ্বোধনী নৃত্যের পর পত্রিকার সম্পাদক অনিন্দ্য ঘোষ একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর পত্রিকার চলার পথের কথাই দর্শকদের জানালেন।

প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করলেন বাংলা ছবির জনপ্রিয় অভিনেতা ও অধ্যাপক ডঃ শঙ্কর ঘোষ। এছাড়াও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

তাঁরা হলেন শুভ সরকার এবং শংকর তালুকদার ।একে একে তাঁরা প্রত্যেকেই ভাষণ দিলেন, এই পত্রিকার দীর্ঘ আয়ু কামনা করলেন, পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে আনন্দিত; সে কথাও জানালেন।

অতিথিদের নানান রকম স্মারক উপহার দিয়ে বরণ করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অপূর্ব নৃত্য প্রদর্শন করলেন শ্রেয়া ঘোষ। বাঁশি বাজিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করলেন ইন্দিবর সরকার। পাকা দেখা শ্রুতি নাটকটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করলেন পল্লবী মুখোপাধ্যায় ও সৌমাদীপ কুন্ডু । এছাড়া বীরপুরুষ কবিতাটি পাঠ করলেন দুর্গা রায়। প্রতিটি লেখক-লেখিকার হাতে শারদ সংখ্যাটি, একটি সার্টিফিকেট এবং একটি স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয় । ২০০৬ সাল থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে এই জেনেসিস বার্তা । ১৫২ পাতা জুড়ে বিভিন্ন লেখক লেখিকার লেখায় সমৃদ্ধ এই পত্রিকা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলেছেন প্রেরণা ভট্টাচার্য।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে অভেদানন্দ স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম কালী তপস্বী। গত ১৯ সেপ্টেম্বর তাঁর তিথি পূজা উদযাপিত হয়েছে। গত ২অক্টোবর ছিল তাঁর জন্মদিন। সেই মহান স্বামীজীকে কথায় ও গানে গত ১৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্মরণ করলেন বাংলা ছবির জনপ্রিয় অভিনেতা ও অধ্যাপক ডক্টর শঙ্কর ঘোষ । পুণ্য জীবন কথা শীর্ষক অনুষ্ঠানে ডক্টর শঙ্কর ঘোষ অভেদানন্দের আবির্ভাব থেকে তিরোভাব পর্যন্ত জীবনের স্মরণীয় ঘটনা তুলে ধরলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা, শ্রীমায়ের উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর মন্ত্রবাণী,সতীর্থদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা সবই উঠে এলো ধাপে ধাপে। বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে শিল্পী তাঁর সুললিত কণ্ঠে শোনালেন বেশ কয়েকটি গান। এর মধ্যে তিনটি গান ছিল শিল্পীর নিজের লেখা। সেগুলি হল শ্রী রামকৃষ্ণের অমৃত পুত্র তুমি হে অভেদানন্দ, বিশ্বপথিক সন্ন্যাসী বীর তুমি যে অভেদানন্দ ,বীর সন্ন্যাসী অভেদানন্দ শরণাগত তব চরণে। শিল্পীর সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করলেন বিশ্বজিৎ গোস্বামী।এক ঘণ্টাব্যাপী এই অনুষ্ঠানে ভক্ত শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যান। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ এর ইউটিউব চ্যানেলের উৎসাহী শ্রোতারা এই অনুষ্ঠান যেকোনো সময় প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

ঈদ-শারদ উৎসব সংখ্যা উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : উদার আকাশ ঈদ-শারদ উসব সংখ্যা ১৪২৯ উদ্বোধন করলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য এবং প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক গৌতম পাল। শনিবার সহ উপাচার্যের কার্যালয়ে উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটি গৌতম পাল-এর হাতে তুলে দেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ঘটকপুকুর থেকে নিয়মিত প্রকাশিত উদার আকাশ পত্রিকা দু'দশক পেরিয়ে তিন দশকে পথ হাঁটছে।

এদিন সুস্থ সমাজ গঠনে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মননের উকর্ষ নির্মাণে লেখকদের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন গৌতম পাল। আধুনিক শিক্ষাই অনুন্নত সমাজের মুক্তির

একমাত্র পথ বলে মনে করেন তিনি। বাঙালির দুই মুখ্য সম্প্রদায়ের দুই প্রধান উসব ঈদ ও শারদোসবকে সামনে রেখে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও মিলনের জয়গান গেয়েছেন উদার আকাশ পত্রিকা।

সম্পাদক ফারুক আহমেদ বলেন, উদার আকাশ ঈদ শারদ উসব সংখ্যায় একগুচ্ছ কবিতা লিখেছেন কবি সুবোধ সরকার। ব্রাত্য বসুর দুটি নাটক নিয়ে আলোচনা করেছেন বর্ণালি হাজরা। বাঙালি জীবনে প্রত্যাশা ও নিরাশা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন মইনুল হাসান। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কলম ধরেছেন তরুণ মুখোপাধ্যায়, মহিউদ্দিন সরকার, অচিন্ত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শুভেন্দু মণ্ডল, প্রমথনাথ সিংহ রায়, সোমা দেব, মিলন মণ্ডল, রাধামাধব মণ্ডল, শান্তনু প্রধান, মোঃ মনিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ শামসুল আলম, জহির উল ইসলাম, ইয়াসমিন নেহার, তানবীর শরীফ রব্বানী, আজিজুল হক মণ্ডল, তানজিলা আখতার প্রমুখ।

সম্পাদকীয়তে কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর বিদ্রোহী কবিতার শতবর্ষ নিয়ে বিশেষ আলোকপাত করেছেন উদার আকাশ সম্পাদক ফারুক আহমেদ।

কবিতা

মা আসছে
অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

আলো ফুটছে, মেঘ ছুটছে আকাশে,
কাশ ফুল ফোটে সুন্দর পটে আঁকা সে।
কত পদ্য আহা সদ্য ফুটছে
শিউলির ফুল গন্ধ আকুল ছুটছে।
কচি ধান গাছ তার কত নাচ নাচছে,
মা আসছে, খবর বাতাসে যাচ্ছে।
আহা চারিদিক আলো ঝিকমিক হাসছে,
বচ্ছর পরে মা তার ঘরে আসছে।
(সিউড়ী, বীরভূম)

মা আসছেন
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

মা আসছেন নীল সাদা মেঘ ঐ
মা আসছেন কেমনে ঘরে রই
মা আসছেন মনে খুশীর ঢেউ
মা আসছেন জামা কিনছে কেউ
মা আসছেন মিনু কিনছে শাড়ী
মা আসছেন আলো লাগে তাড়াতাড়ি
মা আসছেন শিউলি ঝরছে কতো
মা আসছেন সূর্য সোনালী মতো
মা আসছেন প্রজাপতি মেলে ডানা,
মা আসছেন হরেক রকম খানা
(পার্ক স্ট্রীট, কল-১৬)

শরত এলে
মানস কুমার চক্রবর্তী

শরত এলে দস্যি ছেলে নিরুদ্দেশে ছোটে
থরে থরে মনের বনে শিউলি টগর ফোটে
শরত এলে দুঃখ ভুলে আনন্দেতে মাতি
আলোর মেলায় সাজে ভুবন তাইতো রাতারাতি
ফুলের বনে মধুর লোভে ভ্রমর এসে জোটে।
শরত এলে ভালো লাগে সোনারোদের গান
শুনে সে গান হয় রে তাজা সবার হৃদয় প্রাণ।
শরত এলে ধানের ক্ষেতে ঢেউ তুলে যায় হাওয়া
দূরের মানুষ নতুন করে হয় যে কাছে পাওয়া
নতুন আশার সূর্য আবার পূব আকাশে ওঠে।
(উত্তর বাওয়ালী, নোদাখালী, দঃ২৪ পরগণা)

মায়ের পূজায়
গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

শঙ্খ বাজায় ঘন্টা বাজায়
বাজায় পূজার জন্য
পূজোর আগে করলে বরণ
হয় সকলে ধন্য।
মায়ের পূজো শরত কালে
কেউ হয়না ক্ষুন্ন
আনন্দেতে মাকে ডাকে
করে সবাই পূণ্য
মায়ের প্রসাদ পায় সকলে
সবাই যে হই ধন্য।
(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

আনন্দধারা
কানন পোড়ে

ভালোবাসি বড়ই ভালোবাসি
আঁধার রাতেও দেখি চাঁদের হাসি
সাগরের তুফান দেখেও মাঝি
নৌকা নিয়ে যায় ঝিনুকের খোঁজে।
শিউলি ফুলের সুগন্ধে কাটে রাত
আশ্বিনে দশভূজার আবাহন।
সবুজ ধানক্ষেতে শিউলি গাছে মৌমাছিদের গুঞ্জন
পাখিদের সুরের মূর্ছনায় মাতায় রূপসী মনের গভীরে।
ভাবনার শেষ নেই তোমাকে নিয়ে
হৃদয়-সিংহাসনে রেখেছি বসিয়ে
কালের ভৈরব যাতে না ছুঁতে পারে
দুর্নিবার উচ্ছল স্রোত ভাসায়
নানাবিধ অপূরণীয় অভিনব কোলাজ
কালের আবর্তনে কতটুকু বাকি -
(আদর্শপল্লী, আমতলা, দঃ২৪ পরগণা)

স্বাধীনতার ৭৫ বছর
অশোকানন্দ

পঁচাত্তর বছর আগে ভারত স্বাধীনতার জন্য জেগে উঠেছিল সত্যের দ্যুতি রূপে। এখন নিয়তির মুখোমুখি। সংবিধান, সংরক্ষণ, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা অনিশ্চিত। শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চাকরির ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ও সার্বিক ব্যর্থতা প্রকট। তথাপি ঐ দিন গণতান্ত্রিক পথে অবিচল থেকে উন্নয়নের অঙ্গীকার নবীকরণ করি।

নবজাগরণে পুরোধা সত্তা জনগণের।
(হালতু, কল - ৭৮)

লেখনির দায় কার
আরতি দে

শূণ্য ঘরে বসে আকাশ-কুসুম ভাবছিলাম
তুমি তো করোনি কোনও অন্যায়,
যা করেছো মানুষকে ভালোবেসে
শরীরে মননে লেপন করতে রোদ
নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে গিলে খেয়েছো মানুষের দুঃখকথা।
যখন কবিতার সাথে কথা বলতে চাইতাম
তুমি তখন যুদ্ধের কথা বলতে
সব যেন এলোমেলো হয়ে যেত, পড়তাম দুর্ভাবনায়।
জানি তুমি শান্তি চাও, এ যুদ্ধ শান্তির যুদ্ধ।
আগুন জ্বালাতে আমি দেখেছি ঢাকায়, কোলকাতায়
ম'ম বারুদগন্ধ গ্রামগঞ্জ শহরতলির রাস্তা।
তুমি প্রতিবাদী হতে বলেছ
চলতে বলেছ সত্যের পথে
আমিও এগিয়ে চলেছি তোমার নিশানায়।
আকাশ যদি দেয় এগিয়ে রামধনু সাত-রঙ
আমিও দেবো সাত-রঙা পাখিটা উড়িয়ে।
শব্দহীন নির্জনতায় দীর্ঘ অন্ধকারে যাদের জীবন
তাদের জন্য মিছিলে মিছিলে তোমার স্লোগান
তুমি তো করোনি কোনও অন্যায়
মানুষের ক্রন্দন অন্তরে দিয়েছো স্থান।
ঠিক সেভাবেই তোমার যন্ত্রণা গুলো
তুলে রেখেছি আমার কলমের ডগায়
(শহীদনগর, কলকাতা - ৭৮)

সাথী হীন
ভরত বৈদ্য

পড়ন্ত বেলা শেষে দুঃসহ দুঃখ এসে

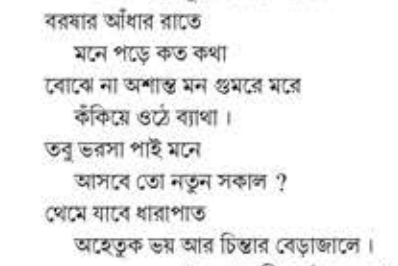

নিয়ে গেছে প্রাণবায়ু মরণে
মেঘের আঁচল টেনে ব্যাথার অশ্রুপ্রাণে
শূণ্য স্মৃতি দিলে জীবনে।
সময়ের দ্বৈরথ ভেলা মাসের বয়স চলা
খেলিতে অলস বেলা ফুরালে
রিক্ত শক্ত হাত, ছেড়েছো আমার সাথ
প্লাবিত নয়নধারা সজলে।
(মনোহরপুর, নলপুর, হাওড়া -৭১১৩১০)

একাকীত্ব
স্বপ্না বণিক

ধীরে ধীরে একাকীত্বের থাবা
গ্রাস করছে আমায়
মাঝে মাঝেই শ্রাবণ মেঘের
বিদ্যুত ঝলক শঙ্কা জাগায়।
ক্লান্ত দুপুরে পেয়ারা ডালে
একটানা ডেকে যায় একটাই পাখী
সব হারিয়ে আমারই মতো
অবিরত ঝরে বুঝি তারও আঁখি।
বরষার আঁধার রাতে
মনে পড়ে কত কথা
বোঝে না অশান্ত মন গুমরে মরে
কঁকিয়ে ওঠে ব্যাথা।
তবু ভরসা পাই মনে
আসবে তো নতুন সকাল ?
থেমে যাবে ধারাপাত
অহেতুক ভয় আর চিন্তার বেড়াজালে।
(করুণাময়ী, সল্ট লেক)

স্বপ্ন বিলাস
স্বপন কর্মকার

আঁকন-বাঁকন-সোনার ঝাঁকন স্বর্ণচাঁপা অঙ্গে
কে গো রমণী? মধুযামিনী, যাবো তোমার সঙ্গে?
অঙ্গরা বেশ এলায়িত কেশ, ভুরুতে ধনুর টান
হেলেদুলে যাচ্ছো কোথায় ছুঁড়ে রূপের বাণ ?
কয়না কথা, প্রাণে ব্যাথা, রহস্যময় তার হাসি !
ইচ্ছে করে তোমার সেবায় পরী-কে করি দাসী
আকাশের নীল তারার মতন উজ্জ্বল আঁখিতারা
হীরকদ্যুতি নাকের নোলক টিকালো নাকেতে সাড়া
আলতারাঙা পায়েতে নুপুর বাজছে রিনিঝিনি
পুষ্প পথে কে বিছালে ? হয়তো তাকে আমি চিনি !
অবাধ্য-আঁচল পবন কল্যাণে চন্দ্রের ভারী লজ্জা
সুনীল আকাশ পাঠাবে বলে মেঘ-পালঙ্কের শয্যা
দোহাই তোমার একটিবার নাম-টি আমায় বলো
চাঁদনি রাতে অভিসারে একাকিনী চলো ?
মাথায় গাঁজা - মকরমোতি কাঁটা কুড়িয়ে পাই
সেই ক্ষণেতে - আকাশ চিরে রাতপাখিটি, স্বপ্ন ছাই।
(হালতু, কলকাতা- ৭৮)

ঝাপসা শব্দ
ভীম ঘোষ

শৈশবের রক্ত মেখে এত কাল এত বছর,
চলমান গতিতে মুক্ত হৃদয়ে তোমার দেশে
পুড়ল শরীর এই নির্জনে, সবুজ অরণ্যে দাঁড়িয়ে।
চেয়েছিলে ভাগ হতে পথে,
পাকা পাতা ঝরা সকালে।
নস্যাত হব বলে এখানে আসিনি।
দুরন্ত রঙের নেশায় আমি।
আর তুমি, ঝাপসা শব্দে, চোখের নীচে
দেখেছ মৃত্যু ছবি।
(শতল, কলসা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

বিশ্বাস
অর্চনা ঘোষ

অনেক কথাই লুকিয়ে রাখি সতর্ক
অথচ মন জেনে যায় সবটাই
অভিমানে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি
পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে
মনে মনে খুব প্রতিজ্ঞা করেছিলাম
নিজে কোনদিন বেশি নেব না
যতটুকু না হলে নয় শুধু ততটুকুই
কিন্তু ঈশ্বর আযাচিত ভাবে
আমাকে অনুগ্রহ করেই চলেছেন
মরমে মরে যাই আমি
এ দান যে কেউ গ্রহণ করবে না।
আমিই একমাত্র যোগ্যতম প্রার্থী
বারে বারে দু-হাত বোঝাই করে
দিয়ে যাচ্ছেন রুক্ষ দিনের যত দুঃখ
শান্তি নয়, সান্ত্বনা নয় কেবল পরীক্ষা
তবুও আমি আছি তোমার সঙ্গেই
একদিন তুমি নিজেই করবে এ ভার।
(কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

আসুরিক
বিবেকানন্দ নস্কর

পাড়ায় পাড়ায় অসুরেরা নৃত্য করে
সব সম্ভোগে হাত
কঙ্কালের অট্টহাসিতে কাঁপে নাগরিক
শানিত কৃপাণের ডগায় রেখেছো
নরম ভালোবাসা !
পাড়ায় পাড়ায় বিষাক্ত পারদের চুম্বন
জান্তব মানুষের পদচারণ
ফিরে পাওয়া আদিম উল্লাস
সহস্র বছর পিছনের খোলসে আক্ষয়
নরমেধ যজ্ঞের প্রস্তুতি !
এত ভয়, এত আর্তনাদ
মুখ বন্ধ খামে ভরেছো গোপনে
নিবিড় কৌশলে ভেঙেছে সমাজ
মূল্যবোধ অপমৃত্যুর কফিনে ঢাকা
শুধু আসুরিক হুঙ্কার !
(সন্তেষপুর, চাঁদপালা, ফলতা, দঃ২৪ পরগণা)

জয়ের চাবিকাঠি
শশাঙ্ক শেখর মাইতি

জীবন জয়ের চাবিটি আছে তোমার মাঝে সুপ্ত
সাধন-কর্মে জাগালে জাগে হয়ে তেজদীপ্ত
তোমার যাত্রা হবে সফল
সকল বাধা হবে বিফল
মনের জেদ ও প্রাণশক্তিকে কর গো করায়ত্ত।
(দঃ সুরেন্দ্রগঞ্জ, দাসপুর, পাথরপ্রতিমা, দঃ ২৪ পরগণা)

বদান্যতা

বিমান কুমার দত্ত

অণু গল্প

চলমান বাস । ঠাসা যাত্রী পা ফেলার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই । এক যুবতী মহিলাদাঁড়িয়ে যাচ্ছেন । পাশেই দাঁড়িয়ে কোন মতে উপরের রড ধরে যাচ্ছেন এক বঁটে ভদ্রলোক । বাসটা যতই ঝাঁকুনি দিচ্ছে ততই ভদ্রলোক যুবতী মহিলার গায়ের উপর এসে পড়ছেন । ভদ্রমহিলা বিরক্ত হয়ে বল্লেন - কি করছেন মশাই, ভদ্রভাবে দাঁড়ান ।

কি করবো দিদি, বাসটা যে ভাবে ঝাঁকুনি দিচ্ছে । ভদ্রমহিলা চুপ করে যান । কিছুদূর যাওয়ার পর ভাঙা রাস্তায় বাসটা এমন ঝাঁকুনি দিল ভদ্রমহিলা টাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে পড়লেন ভদ্রলোকের গায়ে। নিজেকে সংযত করে ভদ্রমহিলা বল্লেন - ভেরি সরি - । না না সরি বলার কিছু নেই । এমনতো হতেই পারে । ভদ্রমহিলা কোন উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করে স্টপেজে নেমে গেলেন ।

প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ - ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন - এই ঠিকানায়। সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১ / 9903835611

শীতল হাওয়ায় ফের তেতে উঠছে গ্রামবাংলার ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : শরতের শীতল হাওয়ায় ফের তেতে উঠছে গ্রামবাংলার ফুটবল। একসময় বর্ষাস্নাত বঙ্গের আনাচকানাচে মাঠে–ময়দানের সবুজ গালিচায় ফুটবলকে শাসন করার মনভরানো দৃশ্য দেখা যেত। কালের গতিকে সেই দৃশ্যপট কিছুটা ফ্যাকাশে ঠিকই, তবে গ্রামবাংলায় তরুণ প্রজন্মের ফুটবল প্রেমে সেভাবে ছেদ পড়েনি। ইঁদুর দৌড়ের যুগে নানান পরিস্থিতির শিকার আধুনিক প্রজন্ম। তারা মোবাইলে চ্যাটিংয় আর গেমিংয়ে বেশ স্বচ্ছন্দ্য বোধ করলেও এখনও ফুটবলটা তাদের হৃদয়ে দোলা দেয়। হয়তো নানান পরিস্থিতির চাপে বছরের কিছু সময় ফুটবলটা ঘরের এক কোণে পড়ে থাকলেও শরতের শীতল হাওয়া বইতেই সেটা ফের মাঠে দাপাতে শুরু করেছে। নবীন প্রজন্মের ভালোবাসা আর উৎসাহকে সম্বল করে গ্রামবাংলার দিকদিগন্তে এখন নানা ধরনের ফুটবল প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছেন উদ্যোক্তারা। কোথাও নকআউট টুর্নামেন্ট তো কোথাও লিগ পর্যায়ের খেলা। সর্বত্রই ফুটবল নিয়ে একটা উন্মাদনা ফের শুরু হয়েছে বলাই যায়। আর এই উন্মাদনাকে কুর্নিশ জানাতেও ময়দানে নেমে পড়েছেন বাংলার রহিম নবী, মেহেতাব হোসেন, মনোরঞ্জন, ষষ্ঠী দুলে প্রমুখ প্রখ্যাত ফুটবলাররা। তাঁরা বঙ্গের তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহ জোগাতে নিয়মিত হাজির হচ্ছেন নানা প্রান্তের ময়দানে আয়োজিত ফুটবল ম্যাচে।

একটা সময় নানা কারণে গ্রামবাংলার ফুটবল ময়দানকে একরাশ হতাশা গ্রাস করেছিল। তবে, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সেই 'করুণ' দৃশ্যটা খানিকটা হলেও বদলে গিয়েছে। রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা ১ নং ব্লকের সুলতানপুর ভাটরায় আয়োজিত ফুটবল ম্যাচটাই তা প্রমাণ করে দিয়েছে। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ সহ রহিম নবী, ষষ্ঠী দুলে প্রমুখের উপস্থিতিতে আকর্ষণীয় সেই ম্যাচের টানে দর্শকরা যেভাবে মাঠ ভরিয়ে তুলেছিলেন তা সত্যিই অনবদ্য। এককথায়, শীতল হাওয়ার বেগের সঙ্গেই তাল মিলিয়ে গ্রামবাংলায় ফুটবলেও গতি ফিরবে। তরুণ প্রজন্মের পায়ে পায়ে রচিত হবে আরও নতুন কোনও স্বপ্ন।

মুখোমুখি হবে চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামনে আইএসএল ডার্বি। মুখোমুখি হবে কলকাতার চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রধান। তার আগে দুজনেরই আইএসএল ক্যারিশমা তলানিতে। ইস্টবেঙ্গল ইতিমধ্যেই দুটি হারের মুখোমুখি। মোহনবাগান দুটি হারের পর সবে একটি জয়ের মুখ দেখেছে। এবার এই ব্যর্থতা ঘা দিয়েছে লক্ষ লক্ষ সমর্থকের হৃদয়ে। তারা দাবি করছেন স্পনসরারের নাম তুলে দিয়ে ক্লাবের খোল নলচে বদলাতে। কিন্তু সে আশা থেকে যাবে সাময়িক উত্তেজনার মোড়কে। দুই ক্লাবই এখন কর্পোরেটের হাতে। হাতে গোনা বাঙালি ফুটবলার ক্লাবের খেলোয়াড়ের তালিকায়। অন্য রাজ্য বা বিদেশি খেলোয়াড় কিনে নিয়ে এসে গড়া হচ্ছে দল। উদ্দেশ্য সাফল্য। সেটাও যদি অধরা থেকে যায় তাহলে সমর্থকদের উত্তেজনা স্বাভাবিক। এক সময়ে ভারতের ফুটবলে একচ্ছত্র আধিপত্য রাখা মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল দুজনেই বাঙালি ফুটবলার তৈরির জন্য গড়ে তুলেছিল নিজেদের ফুটবল আকাদেমি। কর্মকর্তাদের অবশ্য সেদিকে মন কম। তারা কিনে কেটে সাফল্য পেতে চান। মাঝখান থেকে বাংলার ফুটবলটা যে মাঠেই মারা যাচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি কারো নেই। সমর্থকদের দাবি বাংলার ক্লাবগুলি নিয়ে ফের চালু হোক জনপ্রিয় কলকাতা লিগ। যেখানে ফুটবলটা আবেগের ফুটবল থাকবে।

দ্রুত ভলিবলে উঠে আসছে শুভজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলির ভদ্রেশ্বরের ছেলে শুভজিৎ দাস এখন উদীয়মান ভলিবল খেলোয়াড় হিসাবে সবার নজর কেড়েছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছোট ছেলে। দাদা স্নেহাশিস ট্রাভেলিং কোম্পানিতে কর্মরত। বাবা তাপস দাস। মা প্রতিমা দাস সংসারের অভাব ঘোচাতে কিছু অর্থ উপার্জন করতে শ্যামসুন্দর উচ্চ বিদ্যালয়ে অঙ্গনওয়াড়ির কাজ করেন। সাদাসিধে জীবন যাত্রায় শুভজিতের উঠে আসা। ডাক নাম সানি। বারাসতে অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটির কলাবিভাগে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। ২০১০ স্থানীয় পাড়ার শিবতলা রিক্রিয়েশন ক্লাবে তার হাতে খড়ি। শুভজিৎয়ের খেলা ভাল লেগে যায় সবার। তখন থেকেই শুভজিৎকে উৎসাহ দিয়ে অনুশীলনে আরও জোর দিতে থাকেন স্থানীয় কোচেরা। কলকাতায় এই মরশুমে সে ১৯২৩ ছাত্র সমিতি ক্লাবে খেলছে। এরপর ২০১৫তে হায়দ্রাবাদে জুনিয়র স্কুল ন্যাশানাল খেলে ২০১৬তে বালুরঘাটে জুনিয়র ডিস্ট্রিক্ট সে ২০১৯–এ ওড়িয়ার ভুবনেশ্বরে কিট রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে ইস্ট জোন ভলিবলে তৃতীয় পজিশন পায়। ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে ইস্ট জোন ভলিতে রানার্স হয়। সেখানে এই ডান হাতি স্মাশার শুভজিৎ দারুণ খেলে সকলের নজরে আসে। তাঁর লক্ষ্য লিগে ভাল খেলে বাংলার হয়ে জাতীয় দলে খেলার। পরিবারের মুখে হাসি ফোটানো তার স্বপ্ন। ২২ বছরের শুভজিৎ ভদ্রেশ্বর ইউনাইটেড অ্যাথলেটিক ক্লাবে নিয়মিত কঠোর অনুশীলনে মগ্ন। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে বাঙ্গালোরে 'খেলো ইন্ডিয়া' তে প্রথম সুযোগটা অবশ্য কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে তাকে। সে ভলিবল ছাড়া ফুটবলে মোহনবাগানের সমর্থক। আর পর্তুগালে সি আর সেভেনের ৭০০ গোলের অধিকারী ক্রিশ্চিয়ান রোনাল্ডোর প্রচণ্ড ভক্ত। মধ্যবিত্ত সংসারে আলো ফোটাতে এখন শুভজিৎ খেলার সঙ্গে চায় একটা চাকরি।

মহানগর সিটি অব জয়' কেদারনাথের শিবালয়, বধোদয়, রাজস্থান রাজমহল চন্দনগরে

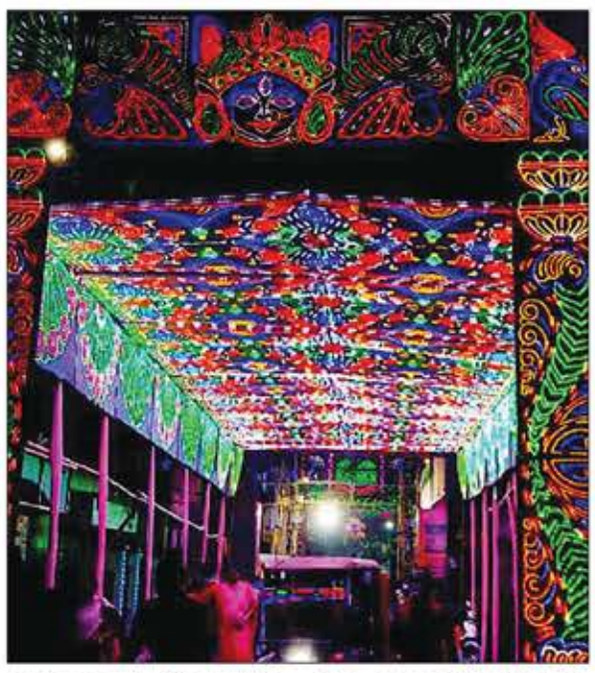

মলয় সুর

'সিটি অব জয়', কেদারনাথের শিবালয় থেকে রাজস্থানের রাজমহল, নানান থিমে সেজে উঠছে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর বিভিন্ন মণ্ডপ। কোথাও মা আসছেন সাবেকি রূপে, কোথাও আবার থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মা সাজবেন অভিনব সাজে। সব মিলিয়ে হাতে গোনা আর কয়েকদিন। কোভিডের দুবছর কাটিয়ে চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোকে কেন্দ্র করে এবার সাজসাজ রব উঠেছে পুজো কমিটিগুলির অন্দরে। পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিয়ে একাধিক পুজো কমিটি প্লাসটিক বর্জনের ডাক দিয়েছে।

বারাসত গেট

কলকাতা থেকে জিটি রোড দিয়ে গড় পার হয়ে প্রবেশ করলেই প্রথম ঢোকার মুখেই বারাসত গেট সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো। ৭৬ বছরে পদার্পণ করল এই পুজো। এখানকার মণ্ডপটি সাধারণ কাল্পনিকভাবে রূপ নিয়েছে। সংগঠনের সভাপতি সুবোধ দে। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও অশোক গাঙ্গুলি বলেন, শোভাযাত্রায় আলোর জাদুতে থাকবে ভূত, প্রেত, শাকচুন্নি দেখতে পাওয়া যাবে। এখানে বাজেট ৫ লাখ টাকা। এখানে কুমারী পুজো হয়।

তেমাথা শিবতলা সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো সমিতি

তেমাথা সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজোটি দেখার মতো। চন্দননগর জিটি রোড সংলগ্ন জ্যোতি সিনেমার কাছে এই বারোয়ারি। প্রতি বছর বহু সংখ্যক মানুষ এখানে আসেন। প্রতিমার সর্বোচ্চ উচ্চতা ২৪ ফুট, সোলার মুকুট সহ ৩৫ ফুট। এ বছরে এই পুজো ৭৮তম বর্ষে পড়ল। নবমীর দিন এখানে ৭ বছরের মেয়েকে রাজকীয় বেশে কুমারী পুজো করা হয়। এই বারোয়ারির সম্পাদক বিমান নাথ জানালেন প্রতিমার মুখশ্রী ছাঁচে গড়া হয় না। এখানে প্রতিমার বিশেষত্ব শোলার সাজ। সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ উজ্জ্বল দত্ত বলেন, এখানে প্রতিমার বাহন সিংহ। সনাতন ধর্ম মতে শুদ্ধ আচার ও নিয়ম নিষ্ঠা মেনেই পুজো হয়ে চলেছে। এখানে প্রতিমাকে 'রাণীমা' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এবারে বাজেট ধার্য করা হয়েছে ১৩ লাখ টাকা। এই প্রতিমার শোভাযাত্রা নিরঞ্জনের সময় প্রতিমার সামনের দিকের অংশ দেবদারু ও কামিনী গাছের পাতার সঙ্গে কাগজের ফুল দিয়ে বিভিন্ন রংয়ের লণ্ঠনের ঝাড়ের গেট থাকে। এটাই এই বারোয়ারি বৈশিষ্ট্য। একমাত্র শোভাযাত্রার সময় এই ঝাড়বাতি দেখা যায়। এই বারোয়ারির কর্মকর্তা প্রাক্তন কাউন্সিলার শৈলেন নাথ (পাঞ্জাবী) বলেন, এই পুজো হয় মূলত সদস্যদের চাঁদার উপর নির্ভর করে। সাধারণ মানুষের থেকে জোরজুলুম করে চাঁদা তোলা হয় না। বহুদিন আগে লটারি খেলার একটা অংশ নির্ভর ছিল। এখানে দশমীর দিন ছেলেরা মাকে বরণ করে।

হেলাপুকুর ধার

চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালের পিছনের দিকে হেলাপুকুর ধার জগদ্ধাত্রী পুজো এবারে ৫৩তম বর্ষে পা দিল। সংস্থার সম্পাদক সুমিত সরকার বলেন, এবারে মণ্ডপটি সম্পূর্ণ আল্পনা দিয়ে তৈরি হবে। প্যান্ডেলের ভিতর বাইরে আল্পনার চিত্র থাকবে। প্রতিবারেই অভিনব মণ্ডপ দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন সংগঠকরা। এবারে তাদের হেডলাইন 'মণ্ডপ সজ্জায় আল্পনা, চন্দননগর জুড়ে জল্পনা'। এছাড়া সুমিত আরও জানান, মাকে কোনও শোলার সাজে সজ্জিত করা হবে না। তাঁর জায়গায় সেন কোং–এর সোনার অলংকার উঠবে মায়ের সারা অঙ্গে। এদিকে দশমীর দিন আলোকসজ্জায় থিম 'প্রাণী জগতের ঘর।'

এখানে আলো ও মেকানিজমের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হবে প্রাণীদের নানান বাসস্থানের চিত্র। যেমন একটি ইঁদুর একটি বড় গাম বুটের ভেতরে কিভাবে বাসস্থান গড়ে তুলেছে। আবার একটি প্রজাপতি বাড়ির কোনও এক ফুলদানির মধ্যে বসবাস করছে প্রভৃতি। তবে আরও অনেক কিছুই আছে যা শোভাযাত্রার আগে বলতে নারাজ কমিটির কর্মকর্তারা। গত দু'বছর হয়নি। এবছরের শোভাযাত্রা নিয়ে মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশি তাই শোভাযাত্রার আলো অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

বড়বাজার

চন্দননগরের প্রাণকেন্দ্র এই বড় বাজার। বড় বাজার সর্বজনীন পুজো এবার হীরক জয়ন্তী বর্ষে পা দিয়েছে। সিটি অব জয়– থিমের নামকরণ মহানগরের শহরের আদলে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। মণ্ডপের সামনে ঢোকার মুখেই শিল্পী গণেশ পাইনের স্টুডিও এবং গোপেশ্বর পালের স্টুডিও। এখানে থাকবে মেট্রো রেলের কনস্ট্রাকশন। কলকাতার সঙ্গে কালীমূর্তির সম্পর্ক আছে সেটাও ফুটিয়ে তোলা হবে। জব চার্নকের মূর্তি মণ্ডপের ভিতর থাকবে। এসব সময়ের সঙ্গে কিভাবে পরিবর্তন হয়েছে। সাবর্ণ রায়চৌধুরীর কলকাতা। তাঁর বেহালা সখের বাজারের বাড়িটি দেখা যাবে। ডার্করুমে ফটো ডেভলপ করার ব্যবস্থা হবে। পুজো কমিটির সম্পাদক প্রণব শীল বলেন, চতুর্থীর দিন উদ্বোধন করবেন প্রবর্তক স্কুলের ছাত্ররা। প্রায় ৬৫ জন ছাত্র থাকবে। এখানে পিসিচন্দ্র জুয়েলার্স মায়ের সারা অঙ্গ সোনার গহনা দিয়ে ভরিয়ে তুলবে। আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র প্রদীপ দাস ও সোমনাথ দলুই মণ্ডপ ভাবনায় পুরানো এক টুকরো কলকাতা শহরকে তুলে ধরেছেন। এবারে আলোর শিল্পী দিব্যেন্দু বিশ্বাস (চিকু) শোভাযাত্রায় আলোর থিম মা দুর্গার বাহন নিয়ে নানান আলোকসজ্জা যেমন সিংহ, ইঁদুর, হাঁস, ময়ূর প্রভৃতি আলোর ঝর্ণা ধারায় অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

চন্দনগরে জমজমাট জগদ্ধাত্রী
ক্লাসিক জগদ্ধাত্রী সন্মান - ২০২২
'বর্তমানে সাপ্তাহিক আগামী দিনে দৈনিক'
পরিচালনায় - আলিপুরবার্তা

সহযোগিতায় -

সঙ্গীত শিল্পী অপরাজিতা চিত্রলেখা
মিডিয়া পার্টনার - সংবাদ 10 খাস বাংলা সৃজন খবর বাংলা
বাউন্ডুলে পত্রিকা, একদিন

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com